ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 June, 2021 ■ আগরতলা ২৪ জুন, ২০২১ ইং ■ ৯ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতে ডেল্টা প্লাসে সংক্রমিত ৪০ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে নতুন প্রজাতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.)।। নভেল করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ডেল্টা প্লাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ জন ভারতীয় নাগরিক। বুধবার সরকারি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। ডেল্টা প্লাসে আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই মহারাষ্ট্রে, বাকিরা কেরল, তামিলনাড়ু এবং মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। করোনার এই নতুন প্রজাতি গত কয়েকদিন ধরেই কেন্দ্রের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডেল্টা প্লাস প্রজাতি ‘ভ্যারিয়্যান্ট অফ ইন্টারেস্ট’ আখ্যা দিয়েছে সরকার। ভারতের ডেল্টা প্রজাতি (বি.১.৬১৭.২) নিয়ে এমনিতেই উদ্বিগ্ন গোটা দুনিয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগেই ডেল্টা প্রজাতিকে এই মুহূর্তের সবচেয়ে মারাত্মক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ডেল্টা থেকেই ভাইরাস রূপ বদলে তৈরি হয়েছে ডেল্টা প্লাস। ডেল্টা প্লাস প্রজাতি অনেক বেশি সংক্রামক হতে পারে। অনেক দ্রুত আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এই নতুন প্রজাতির গবেষণায়।

বিগত কিছু দিন ধরে শুধুই কমছিল কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা, অনেক দিন পর ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও কিছুটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫০,৮৪৮ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ১,৩৫৮ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬৮ হাজার ৮১৭ জন। এক ধাক্কায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৯, ৩২৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৪৩,১৯৪ জন (২.১৪ শতাংশ)। ৮২ দিন পর দেশে এতটা কমল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৯,৪৬,৩৯, ৫১১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫৪,২৪,৩৭৪ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৩৫৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯০,৬৬০ জন (১.৩০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,০১,০৫৬। নতুন করে ৫০,৮৪৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০০,২৮,৭০৯।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৮ হাজার ৮১৭ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৮৯,৯৪,৮৫৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৫৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাড্ডার সাথে বৈঠক করলেন মেবার, আজ সুদীপের সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করলেন আইপিএফটির এক প্রতিনিধি দল। বুধবার নয়াদিল্লীতে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে চারসদস্যক প্রতিনিধ দল নাড্ডার সাথে বৈঠক করেছেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আগামীকাল বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সাথে আলোচনা করবেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। ইতিমধ্যেই সুদীপ রায় বর্মন দিল্লী পৌঁছে গিয়েছেন। শাসক শরিক আইপিএফটির নেতৃত্বের সাথে এবং কথিত সংস্কারপন্থী বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সাথে বিজেপি সভাপতির বৈঠক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো জল্পনা কল্পনা।

সরকারি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিয়ে এসডিএমের কাছে অভিযোগ বেকরাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুন।। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রাইভেট পরানোর বিষয়ে মহকুমাশাসক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট দারস্ত হলো বেকার যুবকরা। রাজ্যসরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী সরকারী স্কুলে কর্তব্যরত শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করাতে পারবেনা।

বিগত বছর ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎতের কথা মাথায় রেখে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বেকার শিক্ষকরা যৌথভাবে আলাপ আলোচনা করে সরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের এই বিষয় ছাড় দিয়েছেন। বর্তমানে এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর দেখাযাচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদ্যা ব্যাবসার জন্য প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শান্তির বাজারের বেকার শিক্ষকের এক প্রতিনিধি দল শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহার নিকট এক লিখিত অভিযোগ নিয়ে যান।

কিন্তু মহকুমা শাসকের নিকট অভিযোগ জানাতেগিয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে ফিরতে হলো বেকার যুবকদের। এইনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে বেকার যুবকরা জানান মহকুমা শাসক উনাদের জানিয়েছেন সরকারি নির্দেশিকার কপি সহকারে অভিযোগ জমাদিতে। এইনিয়ে বেকার যুবকরা মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহার কার্যকলাপে একরাশ ক্ষোভ উবরে দেন। উনাদের মতে সরকারি নির্দেশিকা কি কি রয়েছে তা মহকুমা শাসকের জানার কথা কিন্তু দেখাযাচ্ছে মহকুমা শাসক বেকার যুবকদের নিকট অর্ডার কপি চাইছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতিকারীর হাতে আক্রান্ত এক আশা কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুন।। বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম আড়ালিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে চলছে শিশুদের পোলিও টিকাকরণ।সেখানে ছিল উপচেপড়া ভিড়। সেই ভিড় সামাল দিতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে থাকা আশাকর্মী লক্ষ্মী সরকার সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে থাকার জন্য বলছেন।

সবার সাথে কথা বলার সময় আশা কর্মীকে এমন সময় এক দুষ্কৃতিকারী আবু কালাম কোন কিছু না বুঝে মহিলাকে চড়, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে থাকা অন্যান্য কর্মীরা বিশালগড় থানায় খবর দেয়। ততক্ষণে আশাকর্মী মাটিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত যুবক মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ জুন।। করোনা আক্রান্ত যুবক মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে খোয়াই জেলার সোনাতলা গ্রামের ভবতোষ পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর জন্য স্থানীয় জনগণ পরিবারের সদস্যদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, পরিবারের সদস্যদের আচরণেই ওই যুবক মানসিক অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সোনাতলা গ্রামের ভবতোষ পাড়ার বাসিন্দা গৌতম শুক্লদাস রাতের অন্ধকারে বাড়ির পাশেই একটি গাছে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন। আজ সকালে পরিবারের লোকজন তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তাঁর একমাসের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

জানা গিয়েছে, আত্মঘাতী যুবক গৌতম গত ২০ জুন খোয়াই জেলা হাসপাতালে করোনার নমুনা পরীক্ষা করেছিলেন। তাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। করোনা আক্রান্তের খবর শুনেই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাড়িতে আইসোলেশনে থাকবেন বলে চলে যান। ২১ জুন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। একদিন হাসপাতলে ভর্তি থাকার পর বন্ড সই দিয়ে গতকাল বিকেলে তিনি হাসপাতাল থেকে চলে আসেন। হাসপাতাল থেকে আসার পর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পরিবারের সদস্যদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে জঙ্গী ঘাঁটি থেকে রাজ্যে ফিরল দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বাংলাদেশের জঙ্গি শিবির থেকে পালিয়ে এল দুই যুবক। পালিয়ে এসে তারা আনন্দবাজার থানায় যোগাযোগ করেছে।

তাদের নাম সুবোধ রিয়াং এবং সুমন জয় রিয়াং। সূত্রের খবর, ওই দুই ব্যক্তি কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় ভান্ডারীমার দিকে জঙ্গলে গন্ধকী খুঁজতে যায়। সেখান থেকে এন এল এফটি সদস্যরা তাদেরকে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ সীমান্তের ভিতরে জুমের টংঘরে রেখে তাদেরকে দিয়ে কাজ করায়। তাদের সঙ্গে থাকলে বেতন দেবে বলে জানায়। কিন্তু বেতন তো দূরের কথা তারা ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া পাচ্ছিল না।

সে কারণেই তারা জঙ্গী শিবির থেকে গতকাল পালিয়ে আসে। তাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে আনন্দবাজার থানায় বিষয়টি জানানো হয়। তারপরও তারা থানায় যায়। জঙ্গি ঘাঁটি থেকে দুই যুবক বাড়ি ফিরে আসায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পুলিশ তাদের জেরা করেছে বলে জানা গিয়েছে।

ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ কমেছে মৃত্যু, স্বস্তি সুস্থতায়ও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ফের ত্রিপুরায় বেড়েছে করোনার দৈনিক সংক্রমণ। তবে মৃত্যুর সংখ্যা কমায় কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছেন ত্রিপুরাবাসী। সাথে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৯৫ জন করোনা আক্রান্ত, ২ জনের মৃত্যু এবং ২৪৩ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৫৩৪ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬,৮৫৮ জনকে নিয়ে মোট ৭,৩৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৯৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২৯৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচুর নেশা সামগ্রী সহ নগদ টাকা উদ্ধার পৃথক স্থানে আটক তিন নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/বক্সনগর, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় ফের নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে বুধবার সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় নীচের বাজারে অবস্থিত জনৈক উত্তম বণিকের দোকান এবং বাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ নগদ বিদেশি মুদ্রা।

উদ্ধার হয়েছে ভারতীয় মুদ্রাও। পরবর্তীতে তার বাড়িতেও অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। সেখানেও প্রচুর পরিমাণের অবৈধ কফ সিরাপ, নেশার ট্যাবলেট মজুত ছিল। পুলিশ ওই নেশা সামগ্রীগুলি বাজেযাপ্ত করেছে। এদিকে, কলমচৌড়া থানার পুলিশ গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ বিষযে সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ বিজয় দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বিশালগড় নীচের বাজারে অবস্থিত উত্তম বণিকের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় দুই শতাধিক কফ সিরাপ, আড়াই হাজার এসপি ট্যাবলেট, নগদ ৩ লক্ষ ৫ হাজার বাংলাদেশি মুদ্রা, ৬২ হাজার ভারতীয় মুদ্রা, দুটি মোবাইল ফোন এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার সোনার অলংকার উদ্ধার করেছে। উত্তম বণিক ও সুজিত সাহা নামের দুই নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তাঁর মতে, উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলির বাজার দর প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা হবে।

এদিকে, গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার ওসি সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী স্থানীয় রতনদোলা এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর দেবনাথের বাড়িতে গতকাল রাত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে যাত্রী সাধারণের নানান সমস্যার সমাধানের দাবীতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ জুন।। এবার অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল চুরাইবাড়ি এলাকার জনগণ। চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট সংলগ্ন ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসল সানীয় জনগন। পন্যবাহী গাড়িগুলির সাথে স্থানীয় জনগণ সহ তাদের গাড়ি, বাইক ও টমটম গেইটের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ চেকিংয়ের মাধ্যমে নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। তাতে জনগণ চরম হয়রানির শিকার। সাথে টিএসার জোয়ানদের অকথ্য দুর্ব্যবহার। ক্ষোভ চুরাইবাড়ি পুলিশ প্রশাসনের উপর। অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে পথ অবরোধ প্রত্যাহার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ৯ জুন চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের পর রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি মাত্র রাস্তা অর্থাৎ চেকপোস্টের ভেতর দিকে প্রবেশ করতে হচ্ছে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি টমটম ও বাইক চালকদের। পাশাপাশি রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের একটি মাত্র পথ খুলে দেওয়া হয়। আর তাতে করে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের প্রায় ১২ শ নাগরিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার মজুরী না পেয়ে ভিলেজ অফিসে তালা দিলেন শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুন।। রেগার মজুরী না পেয়ে ভিলেজ কার্যালয় ঘেরাও করলো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার বগাফা ব্লকের অন্তর্গত লাউগাং সম ভিলেজ কার্যালয়ের অধীনে বসবাসকারী লোকজনেরা দীর্ঘ অনেক মাস যাবৎ রেগার কাজ করে সঠিকভাবে রেগার মুজুরী পাচ্ছেননা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘ অনেকপথ অতীক্রান্ত করে শান্তির বাজারে ব্যাঙ্কে এসে উনাদের মজুরীর কথা জানতে চাইলে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ ভিলেজ কার্যালয়ে জি আর এস ও সেক্রেটারীর সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। অপরদিকে এলাকাবাসী ভিলেজ কার্যালয়ে গিয়ে জি আর এস ও সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলে উনারা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে গন্ডাছড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৩ জুন।। পানীয় জলের ডিপটিউবয়েল অন্যত্র সড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বুধবার রাস্তা অবরোধে বসে গন্ডাছড়া কালাঝাড়ি উরিয়াম পাড়ার জনজাতিরা।

এদিন সকাল আটটা থেকে উরিয়াম পাড়া এবং থানারাই পাড়ার জনজাতিরা গন্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তা অবরোধ সংগঠিত করে। অবরোধকারীদের বক্তব্য বর্তমান সরকার উক্ত দুই পাড়ার জনজাতিদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্প্রতি উরিয়াম পাড়াতে একটি ডিপটিউবয়েল বসানোর কাজ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ আজ ডিপটিউবয়েলটি সেখান থেকে অন্যত্র সড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল।

তারই প্রতিবাদে দুই পাড়ার জনজাতিরা রাস্তা অবরোধে বসে। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম সহ গন্ডাছড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুদিকে অসংখ্য যানবাহন আটকিয়ে পড়ে এবং যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে।

ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারিনী পাগলি মাসির মহাপ্রয়াণ

অন্তিম শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব সাংসদ প্রতিমা সহ বহুজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ত্রিপুরায় প্রসিদ্ধ পাগলি মাসি আজ প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরায় অগুণিত ভক্তদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে প্রচুর ভক্ত মেলাঘরে পাগলি মাসির আশ্রমে ভিড় করেছেন। অনেকে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। আশ্রম কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, আজ তাঁর দেহ ভক্তদের দর্শনের জন্য কালীমন্দির প্রাঙ্গণে রাখা থাকবে। আগামীকাল ধর্মীয় বিধি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। জানা গিয়েছে আগামীকাল দুপুরে পাগলি মাসির দেহ সমাধিস্ত করা হবে যে জায়গাতে তিনি দেহত্যাগ করেছেন সেখানেই। প্রয়াতকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ বহুজন।

সিপাহিজলা জেলার অধীন মেলাঘরের পাগলি মাসি বহু প্রসিদ্ধ। তাঁর অগুণিত ভক্ত রয়েছেন ত্রিপুরায়। ভক্তদের বিশ্বাস, পাগলি মাসি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারিনী ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। প্রতি বছর পাগলি মাসির মন্দিরে বিরাট উৎসব ও মেলার আয়োজন হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাঁর দর্শনে ছুটে আসতেন। মন্দির কমিটির সদস্য জানিয়েছেন, গতকাল থেকে পাগলি মাসি আহার গ্রহণ করছিলেন না। আজ তাই চিকিৎসকদের ডাকা হয়েছিল। চিকিৎসকদের একটি টিম এসে তাঁকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেলা আড়াইটা নাগাদ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মেলাঘর হাসপাতালের এসডিএমও জানিয়েছেন, আমরা গিয়ে পাগলি মাসির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেছি। অবস্থা বুঝে সেই মতো ব্যবস্থাপত্রও লিখে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফোন পেয়ে পুনরায় গিয়ে দেখি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি অনুমান করে বলেন, সম্ভবত পাগলি মাসি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন।

এদিকে, তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তগণ মেলাঘর ছুটে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ঢল নেমেছে। প্রশাসনের তরফে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। আসলে, ত্রিপুরায় মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির যেমন প্রসিদ্ধ, তেমনি প্রসিদ্ধ পাগলা মাসিও। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দায়িত্ব পালনে গিয়ে কিছু জনতার রোষে পড়ছেন আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুন।। দায়িত্ব পালন করতেগিয়ে জনরোষে পরতেহচ্ছে সরকারী আধিকারিকদের। সারা বিশ্বজুরে চলছে করোনা ভাইরাসের মহামারি। এই মহামারি থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষথেকে কিছু নির্দেশিকা জারী করাহয়েছে। রাজ্যসরকারের এইসকল নির্দেশিকাকে সফল করতে প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আরক্ষা দপ্তর ও মহকুমা প্রসাশনের লোকজনেরা।

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনকরছে প্রসাশন। এই পদক্ষেপ গ্রহন করতেগিয়ে অসচেতন লোকজনের দ্বারা হেনস্থার শিকার হতেহচ্ছে প্রসাশনের লোকজনদের এমনটাই অভিযোগ উঠে আসলো। বুধবার শান্তির বাজার বগাফা ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে মাস্ক বিরোধী আভিযানে নামলো শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদার সহ আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা।

এরইমধ্যে দেখাযায় বাজারে আগত যে সকল লোকজন মাস্ক পরিধান করছেনা ও যে সকল লোকজন সামাজিক দুরত্ব ছাড়া যানবাহনে চলাচল করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে ফাইন করছে প্রশাসনের লোকজনেরা। সরকারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৪৪ ▫ ২৪ জুন ২০২১ ইং ▫ ৯ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সুস্থ পরিবেশই কাম্য

প্রকৃতি সুস্থ থাকিলেই মানুষ সুস্থ থাকিবে, প্রকৃতি অসুস্থ হইয়া পড়িলে মানুষ ও জীব সুস্থ থাকিতে পারিবেনা। সেই কারণেই প্রকৃতিকে সুস্থ রাখিবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতির সৃষ্টি অন্যতম জীব মানুষ। ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেদেরকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ বহু উন্নত হইয়াছে। আগুন আবিষ্কার হইতে শুরু করিয়া বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে মানুষ করিতে পারেনা এমন কাজ নাই। শুধুমাত্র সৃষ্টি এবং প্রলয় মহাজাগতিক ঘটনা হিসেবে এখনো পরিগণিত।আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছে, ঠিক তেমনি মানুষ বন্যপ্রাণী সহ অন্যান্য প্রাণীদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এর ফলশ্রুতিতে বন্যপ্রাণীরা ক্রমশই হারাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে।এর দায় মানুষ কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। লুপ্তপ্রায় প্রাণী গুলিকে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।মানুষ যদি এসব বিষয়ে সচেতন না হয় তাহা হইলে প্রকৃতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়িতে বাধ্য হইবে।এটি শুধু প্রকৃতির অভিশাপ নয়। বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তির জন্য অনেকাংশেই দায়ী মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম।সম্প্রতি প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়া কাজ করা এক সংস্থার সমীক্ষায় উঠিয়া আসিয়াছে এই তথ্য।এর মধ্যে গরিলাকে নিয়া উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি এমনই আরও ২০০টি প্রাণীর বিলুপ্ত হইতে চলার নেপথ্যে এই কারণকে দায়ী করিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা।একদিকে যেমন অরণ্য ধ্বংসের মতো কারণ বন্যপ্রাণীদের বিপন্নতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে অপরদিকে, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়া গেরিলাযুদ্ধে শামিল আন্দোলকারীদের সশস্ত্র সংগ্রাম - জোড়া ফলায় সবচেয়ে বিদ্ধ গরিলা প্রজাতি।

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থার সমীক্ষা বলিয়াছে, গরিলা ছাড়া ২১৯ টি প্রজাতিও একই কারণে বিপদের মুখোমুখি। এ ধরনের সশস্ত্র সংগ্রাম শুধু মানুষের প্রাণহানিই ঘটায় না, প্রকৃতির উপরও এ এক মারাত্মক অত্যাচার। যার ফল ভুগিতে হয় বন্যপ্রাণীদের। প্রায় ৭০০০টি ঘটনার উপর সমীক্ষা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে সংস্থাটি। সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় এই সমস্যা অধিক। প্রায় ৩০ হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদ বিপন্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই তালিকা খতিয়ে দেখিয়াই বিশেষজ্ঞরা দেখিয়াছেন, কঙ্গো, রোয়ান্ডা, উগান্ডা - এই তিন দেশে গরিলারাই সবচেয়ে বেশি সংকটে। জঙ্গলের অন্দরে অর্থাৎ যেখানে পরিবার নিয়া তাহাদের বাস, সেসব জায়গাতেও এখন মানুষের প্রবেশ ঘটিতেছে। অরণ্যের আড়ালে চলে সশস্ত্র সংগ্রামও।

পরিসংখ্যান দিয়ে আইইউসিএন জানাইয়াছে , জঙ্গলের কোর এরিয়ার ১৫ তাহাদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু ৩ শতাংশ এলাকায় মিলিশিয়া বা জঙ্গিরা গেরিলা যুদ্ধ চালায়। সংরক্ষণ, ভারসাম্য বজায় রাখিবার মধ্যে দিয়াা প্রকৃতিকে বাচাইয়া বন্যপ্রাণদের সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। সংস্থার পরিবেশবিদ, সমাজ বিশেষজ্ঞ কার্সনে ওয়াকার এই কথা জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ধরনের যুদ্ধ থামাইতে না পারিলে মনুষ্যপ্রজাতি নয়, তাদের চেয়ে অনেক বেশি বিপদের মুখে পড়িবে গরিলা জাতীয় প্রাণীর দল। পরিতাপের বিষয় হইল মানুষ সব জানিয়া বুঝিয়া প্রকৃতির ওপর চরম আঘাত আনিতেছে। মানুষ এসব বিষয়ে সচেতন না হইলে প্রকৃতিকে কোনভাবেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

হাজরায় বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা,২৩ জুন (হি.স.) : করোনা আবহের মাঝেই ক্রমাগত বেড়েই চলেছে বিজেপি তৃণমূল সংঘাত। এরই মাঝে বুধবার বলিদান দিবস পালন করছে বিজেপি। বলিদান দিবসে রক্তদান শিবিরের আয়োজনের অনুমতি না মেলায় হাজরায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

একুশের বিধানসভা ভোটের ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার। চলতি বছর করোনা আবহের মাঝেই পালিত হয় একুশের ভোট। কিন্তু অপর দিকে ক্রমাগত বাড়ছে তৃণমূল-বিজেপি তরজা। এরই মাঝে এদিন হাজরায় বলিদান দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বিজেপি। যদিও বিজেপির অভিযোগ সেই রক্তদান শিবিরের অনুমতি মেলেনি। আর অনুমতি না মিলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। প্রতিবাদ জানিয়ে হাজরা পার্কের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেই প্রতিবাদ বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

বলিদান দিবসে শ্রদ্ধা রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৩ জুন (হি.স.) : শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

টুইটে তিনি লিখেছেন, 'এক দেশ, এক আইন ও এক পতাকা'-র প্রবক্তা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে তাঁর 'বালিদান দিবস'-এর প্রণাম জানাই। তাঁর চিন্তাভাবনা আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করে। দেশকে সর্বদা এগিয়ে রাখার কাজে তাঁর ভাবনা আমাদের উজ্জীবিত করে। তিনি আমাদের জন্য যা করেছিলেন তা সংরক্ষণ এবং সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করতে হবে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বলিদান দিবসে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিবসে টুইটে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বুধবার মোদী টুইটে জানান, 'ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর পুণ্য তিথিতে স্মরণ করছি। তাঁর মহৎ আদর্শ, সমৃদ্ধ চিন্তাভাবনা এবং মানুষের সেবা করার প্রতিশ্রুতি আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাবে। জাতীয় সংহতকরণের দিকে তাঁর প্রচেষ্টা কখনও ভুলে যাবে না।'

প্রসঙ্গত, জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ নং ধারা নিয়ে নেহরু মন্ত্রিসভার (কংগ্রেস) সাথে মতবিরোধ দেখা দিলে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি দক্ষিণপন্থী প্রজা পরিষদ গঠন করে "এক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আরেকটা প্রজাতন্ত্র থাকতে পারে না" এই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫৩ সালের ১১ই মে শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেফতার করে জেলবন্দি করা হয়।

মা উড়ালপুলে চলন্ত গাড়িতে আগুন

কলকাতা,২৩ জুন (হি স): ফের দুর্ঘটনা মা উড়ালপুল। কিছুতেই যেন দুর্ঘটনা কিছু ছাড়ছেনা মা উড়ালপুলের। কিছুদিন আগেই মা উড়ালপুলে চীনা মাঞ্জায় বাইক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মা উড়ালপুলে চলন্ত গাড়িতে আগুন। আগুন আতঙ্কে বুধবার আতঙ্কিত যাত্রীরা।

বর্তমানে যেনও দুর্ঘটনাস্থল হয়ে উঠেছে মা উড়ালপুল। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার খবর শোনা যায় মা উড়ালপুলে। কিছুদিন আগেও মা উড়ালপুলে থাকা চীনা মাঞ্জায় দুর্ঘটনার শিকার হয় এক বাইক আরোহী। তারি মাঝে মঙ্গলবার রাতে বাইপাসে মা উড়ালপুলে ওঠার মুখে হঠাৎই চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়িটি। চিংড়িঘাটা থেকে মা ফ্লাইভারে ওঠার মুখে গাড়িটিতে আগুন লাগে বলে খবর। মুহূর্তে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২টি ইঞ্জিন। কোনও মতে ওই এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা গাড়িতে থাকা ২ যাত্রীকে উদ্ধার করে। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত গাড়িটি। কিভাবে লাগলো আগুন বুধবার খতিয়ে দেখছে দমকল কর্মীরা। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

ভারতপ্রেমিক বিজ্ঞানী জেবিএস হলডেন

ড. বিমলকুমার শীট

বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে বিস্ময়ের শেষ নেই। আর সেই বিস্ময়টুকুই বিজ্ঞান গবেষণার গতিশক্তি। জন বার্ডেন স্যান্ডার্সন হলডেনের দিকে তাকিও সেই বিস্ময় মুগ্ধতার শেষ নেই। বিজ্ঞানের প্রায় সব বিষয়ে নজর ছিল তাঁর। জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হাওয়াইবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তিনি গবেষণা করতে ঢোকেন। বিজ্ঞানের কোন শাখায় হলডেন ডিগ্রি অর্জন করেননি। তব্যু বিংশশতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী বিজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। হলডেনের এই মহাশ্চর্য ব্যাপার দেখে জেমস আর নিউম্যান নামে এক বিজ্ঞানী ঘাবড়ে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন -'তিনি শুধু একটি কাজই করেননি, রেললাইনে মাথা রাখেননি'। এমন বিজ্ঞানী ভারতকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ছিলেন। আর তার পটভূমি ছিল দীর্ঘ।

প্রখ্যাত এই বিজ্ঞানী ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে ১৮৯২ সালে ৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাধা জন স্কট হলডেন ছিলেন সমকলীন ইংল্যান্ডের এক বাঘা শারীরবিজ্ঞানী। জেবিএস তিন বছর বয়সে পড়তে শিখেছিলেন এবং চার বছর বয়সে কপালে আঘাতের পর তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটি কি অক্সাইহেমোগ্লোবিন কার্বক্সাইহেমোগ্লোবিন'? আট বছর বয়স থেকে তিনি বাবার সাথে তাদের হোম ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছিলেন যেখানে তিনি তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ছোট থেকে কাজের গুরুত্ব শিখেছিলেন। ছোট থেকে কাজের গুরুত্ব শিখেছিলেন। দেখতে শেখা, গুনতে শেখা ও মাপতে শেখার মদ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞানীর পরিমণ্ডলে প্রথম থেকে গড়ে উঠেছিলেন বলে জেবিএস আমৃত্যু যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্কছিলেন। ইটনে পড়ার পর অক্সফোর্ড এলেন। পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি চলল সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব দর্শন ও অন্যান্য ভাষার শিক্ষা। হলডেনদর পারিবারিক ঐতিহ্য বর্তাল তাঁর উপর অন্ত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে। একজন সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হলেন জেবিএস।

শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

ব্রিটেনের সোনাবাহিনীতে ঢুকলেন ডেবিএস। তাঁর নির্ভীকতা, বীরত্ব ও উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অল্পদিনেই তিনি সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সৈন্যরা তাঁকে আদর করে ডাকতো 'রোম্বো' বলে। সৈন্যবাহিনীতে অন্যানদের মতো জেবিএস অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতেন না। তরা কাজ ছিল শত্রু শিবির থেকে গোপনে সংবাদ জোগাড় করা। ফ্রান্সের ফ্লন্টে গেলেন কিন্তু আহত হলেন। একটু সুস্থ হতেই ছুটলেন মেসোপটেমিয়ার ফ্রন্টে। আর সেখানে দারুণ ভাবে আহত হলেন হলডেন। তবে একটু দেখানোপনা, শৌর্য প্রকাশ, -এসব দুর্বলতা তার ছিল। জেবিএস-এর জীবনীকার রোনাল্ড ক্লার্ক জেবিএস এর স্বভাবের ওদার্য, খামখেয়ালীপনা, হঠাৎ হঠাৎ উদ্বেলিত হওয়া প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধ শেষে জেবিএস হলডেন প্রথম কিছু দিন অক্সফোর্ডে ফিজিওলজি পড়ালেন। বিশের দশকের গোড়ায় তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রির রিডার হয়ে এলেন। ফ্রেডারিক হপকিনসকে এখানে গুরু হিসাবে পেলেন। ১৯২৪ সালে তিনি ব্রিটেনের ন্যাশনালিস্ট প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হলেন। ১৯২৭ সাল থেকে জেবিএস নিয়মিতভাবে সংস্থার মুখপাত্র 'রাশনালিস্ট অ্যানুয়োল'এ প্রবন্ধ ছাপতেন। এই পত্রিকাতেই তিনি আদিম পৃথিবীতে কিভাবে অজৈব পদার্থ ও পরে এককোষীদের আবির্ভাব হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ লেখেন। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে হলডেন-ওপারিন তত্ত্ব আজ একটি স্বীকৃত তত্ত্ব। কেমব্রিজ বার বছর ছিলেন। এই সময় এনজাইম ও জেনেটিক্স অনেকগুলি কাজ করেছেন। এজবিএস দেখালেন এনজাইমের ক্রিয়াও থার্মোডিনামিক্সের সূত্রাবলী অনুসরণ করে। এই থেকেই পরে 'ব্রিগস-হলডেন রিলেশনশিপ' তৈরি হয়েছিল।

ত্রিশের দশকে মধ্যভাবে স্পেনের রিপাবলিকান সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাংকোর অভিযান শুরু হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের কাপুরুষতা দেকে জেবিএস ধিক্কার দিলেন এবং নিজে স্পেনে চলে গেলেন। সরকারকে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করলেন। ফ্যাসবিাদের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করার জন্য তিনি রাস্তায় নামলেন এবং ডেইলি-ওয়ার্কার পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখতে শুরু করলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে জেবিএস ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার তার ওপর বীতরাগ হলেন। এদিকে জার্মানি ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ানকে আক্রমণ করলে অবস্থা নাটকীয় ভাবে পাল্টে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি, জেবিএস সরকারের সঙ্গে যুদ্ধের প্রশ্নে সহযোগিতায় নামলেন। এ সময় নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে জেবিএস ব্রিটিস বাহিনীকে সাহায্য করলেন। ভিকোটারিয়া যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি হলডেনের পিতা জেএস এর দর্শনেও বিজ্ঞান সাধনায় ফুটে উঠেছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্যে তখন সূর্য অস্ত যেত না, সেই গর্ব ও গরিমাকে প্রকাশ ইংলন্ডিয় উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা কৃত্য বলে মনে করতেন। সাম্রাজ্যের অহমিকা জেএস এর সহধর্মিণী শ্রীমতি লুইস ক্যাথলিককে স্পর্শ করেছিলে-এ রকম সংবাদ পাওয়া যায়। তাই এ রকম মায়ের সন্তান জেবিএস কিভাবে ভারত প্রেমিক হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যুদ্ধের পর জেবিএস কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করলেন যদিও তাঁর সাম্যবাদ ও সমাজপ্রীতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। ভারতকে তিনি জীবন সায়াহ্নে আশ্রয় স্থল হিসাবে বেছে নিলেন। কমিউনিস্ট ব্লকের কোনও দেশে বসবাস করতে আগ্রহী ছিলেন না। ভারত অবশ্য হলডেনের কাছে অপরিচিত ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরাকে তিনি আহত হলে তাঁকে ভারতে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভারতের সরল সাধাসিধে মানুষজন, বর্ণময় প্রকৃতি ও নানাধরনের পশুপাখি, গাছপালা তাঁর অসম্ভব ভালোলাগত। ভারতে পাকাপাকি ভাবে চলে আসার মানসিক ভিত্তিভূমি ওই সময় রচিত হয়েছিল। এরপর বেশ কয়েকবার তিনি ভারতে আসেন। আর তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি- 'এ জন্মেই ভারতীয় হবেন। ইংরেজ আর তিনি থাকতে চান না'। অবশ্য হলডেনের ভারতপ্রীতির জন্য ব্রিটিশ সরকারের তৃতীয় বিশ্বের প্রতি আগ্রাসী নীতি অনেকটা কাজ করেছিল। ১৯৫৭ সালে হলডেন পাকাপাকি ভাবে ভারতে আসেন। ১৯৬১ সালে ভারত সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। ভারতীয় দর্শনে হলডেনের ছিল গভীর অনুরাগ প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রকৃতিকে আপন করে গ্রহণ করার মধ্যে জীবনের সর্বজনীনতা ঘোষিত আছে। জীবনসায়াহ্নে তিনি বল্লভভাই প্যাটেল মেমোরিয়াললেকচার দিয়েছেন, বিষয় The Unity and Diversity of life. এখানে তিনি বিস্তারে এ সম্পকে আলোচনা করেছেন। গীতা ও উপনিষদ পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব শান্তির সর্বোত্তম পাথেয় কখনই হিংসা নয়-তা অহিংসা। এই মন্ত্রেই গড়ে তুলতে হবে নতুন বিশ্ব। পরপর দুই বিশ্বযুদ্ধ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে তা'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জোট নিরপেক্ষে নীতির প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ব্রিটেন থেকে ভারতে এলে প্রসিদ্ধ পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক হলডেন উঠলেন কলকাতার বরানগরের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি গবেষক অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছিলেন। কিন্তু পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে রাজনৈতিক মতভেদের কারণে হলডেন পদত্যাগ করেন। তারপর ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টানায়কের আমন্ত্রণে ভুবনেশ্বরে সদ্য গড়ে ওঠা জেনেটিক্স অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে চলে যান। সেখানে তিনি আধিকারিকের দায়িত্ব সামলান। ভারতে তিনি নিজের লাইনে গবেষণা করেছিলেন। তার বেশির ভাগটাই ছিল জীববিদ্যা ঘটিত। ভারতে নানান অরণ্যে ছিল বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর 'ভাণ্ডার'। এজবিএস হলডেন এ সমস্ত স্থানে তারগবেষণালোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ঘুরেছেন। ভারতে তাঁর গবেষণা ও শিক্ষাদানে অনেক তরুণ বিজ্ঞানী উপকৃত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ড ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর এক অদম্য প্রভাব ফেলেছিল।

জেবিএস বিজ্ঞানের দর্শনকে গভীরভাবে জীবন মরণে গ্রহণ করেছিলেন। বিজ্ঞানের যুক্তবাদ, পরীক্ষা নির্ভরতা, খোলামনে বিচার তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে উচ্চধারণা ও আশা বজায় রেখেছিলেন। মানুষের মৌলিক ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটুক, মানুষ বিজ্ঞানের খোঁজখবর রাখুক-এটা হলডেন মনে প্রাণে চাইতেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জ্বালানি তেল না শক্তিশেল ?

সুতীর্থ চক্রবর্তী

ভারতের জ্বালানি তেলের ৮০ শতাংশ চাহিদা আমদানির মধ্য দিয়ে মেটানো হয় ব্রেন্ট অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি যখনই উঁচুতে ওঠে, তখনই দেশে গেল-গেল রব তৈরি হয়। আমেরিকা ও চিনের পর ভারতেই বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ তেল ব্যবহারকারী দেশ। ভারতগড়ে প্রতি বছর প্রায় ২০ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করে। ফলে বোঝাই যায়, এক ব্যারেল তেলের দাম এক ডলার বাড়লে বা কমলে, তাঁর কী প্রভাব পড়ে ভারতের অর্থনীতিতে। এক ডলার দাম বাড়লে যেমন দেশের ১০ হাজার কোটি টাকার উপর ক্ষতি হয়, তেমন এক ডলার দাম কমলে দেশের হাতে ১০ হাজার কোটি টাকার উপর চলে আসে। কিন্তু আমরা দেশের সাধারণ মানুষ পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরো দাম থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যারেল প্রতি তেলের দাম সস্তা হওয়া কোনওভাবেই উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের কাছে রোজকার বাস্তব হল, পেট্রোল ও ডিজেলের দামের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেশ কিছুটা বাড়ালে পণ্যের বাজারে তার প্রভাব পড়ে। যখন অল্প দিনের ব্যবধানে জ্বালানির দাম অনেকেটা বেড়ে যায়,তখন বাজারে পণ্যের জোগান কমে। কারণে, পণ্য উৎপাদন ও তার পরিবহণ— দুটো খরচই বাড়তে থাকে। তারাতারি পণ্যের চাহিদা কমানো যায় না। ফলে দেখা দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতি। এই এখন যেমন, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম দেশে সেঞ্চুরি হাঁকাচ্ছে, তখন জিনিসপত্রের দামও কিন্তু রেকর্ড বৃদ্ধির পথে। মে মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির সূচক প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একধাক্কায় পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির সূচক ১৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়া মোটেই চাট্টিখানি কথা নয়। খুচরো পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ছ'-শতাংশের বেশি। কোভিড পরিস্থিতিতে এই ঘটনা যে সাধারণ মানুষের উপর কতখানি চাপ, তা বলা বাহুল্য। কোভিডে দেশে বেকারত্ব বেড়েছে। বহু

চাকরিজীবীর বেতন কমেছে। যারা স্বনিযুক্ত বা ব্যবসা করে, তাদের সিংহভাগেরই আয় কমেছে। এই অবস্থায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার অর্থ হল, প্রকৃত আয় আরও কমে যাওয়া। গত বছর যখন বিশ্বজুড়ে অতিমারী নেমে আসে, তখন প্রাথমিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতে শুরু করেছিল। কারণ হঠাৎ করে বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি থমকে যাওয়ায় জ্বালানি তেলের চাহিদা স্বাভাবিক নিয়মেই কমে যায়। ভারতে গত বছর মার্চের শেষে যখন প্রথম লকডাউন শুরু হয়, তখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমতে কমতে ২০ ডলার প্রতি ব্যারেলে নেমে গিয়েছিল। অথচ সেই সময়, আমরা কিন্তু পেট্রোল-ডিজেল সস্তাত হতে দেখিনি। কারণ, এটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির গোচরে ছিল না যে, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছেছিল, তখন রাতের অন্ধকারে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রো ও ডিজেলের উপররেকর্ড কর বসিয়ে দিয়েছেল। ওই সময় একরাতে পেট্রোলের উপর লিটার পিছু ১৩ টাকা এবং ডিজেলের উফর লিটার পিছু ১০ টাকা আন্তঃশুল্ক চেপে যায়। সাধারণ মানুষের কাছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যা ছিল, মোটের উপর তাই থেকে যায়। এটাই আমরা গত ছ'সাত বছর ধরেদেখে আসছি। ২০১০ সাল থেকে পেট্রোল ও ২০১৪ সাল থেকে ডিজেলের দাম সরকারিভাবে পুরোপুরি বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তেল কোম্পানিগুলো প্রতিদিন রাতে দাম ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠা-পড়ায় নাকি এই দৈনন্দিন দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এটা কি আদৌ সত্যি? তাহলে যেদিন ব্রেন্ট অশোধিত তেলেরে দাম ব্যারেল প্রতি ২০ ডলার হয়ে গেল, সেদিন কেন পেট্রোল-ডিজেলের দাম দেশের বাজারে তলানিতে গেল না?

আসলে পেট্রোল-ডিজেলের দাম নামেই বাজার নির্ধারিত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও সরকার নিজের আয় ঠিক রাখতে আদেই কর চাপিয়ে দেয়। একইসঙ্গে তেল কোম্পানিগুলো নিজেদের মুনাফা ঠিক রেখে তখনই দাম ঘোষণা করে। ফলে সাধারণ ক্রেতারা দামে কোনও হেরফের দেখতে পায় না। কেন্দ্রীয় কর কখন কীভাবে বাড়ছে বা কমছে, কেউ টের পায় না। গত বছর মে মাসে যে-রাতে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলে লিটার পিছু ১৩ টাকা ও ডিজেলের লিটার পিছু ১০ টাকা আন্তঃশুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন কিন্তু খুচরো দামে কোনও হেরফের হয়নি। সেই সময় অপরিশোধিত তেলের বাজারে দাম অনেক কম। সেই দাম একরাতে পড়েনি। আন্তর্জাতিক বাজারে তখন ধারাবাহিকভাবে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও ক্রেতারা তাঁর সুবিধা পাচ্ছিল না। সরকার কর বাড়ানোর আগে পর্যন্ত মুনাফা বাড়াচ্ছিল তেল কোম্পানিগুলো। কেন্দ্রীয় সরকার ও তেল কোম্পানিগুলোর জাঁতাকলে পড়ে এইভাবেই হাঁড়ির হাল হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

২০১০সালে মনমোহন সিংয়ের সরকার পেট্রোলের দাম বাজারের উপর ছেড়েছিল তখন আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম ছিল বেশ চড়া। ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের উপরে। এখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এর অনেক কম। অথচ দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ বাজারে পেট্রোলের দাম সেই সময়ের চেয়ে এখন অন্তত লিটারে ২০-২৫ টাকা বেশি। পেট্রোল-ডিজেলের দাম যাদি আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠা নামা তথা ব্রেন্ট অশোধিত দাম দ্বারা নির্ধারিত হল, তাহলে তখন কেন পেট্রোলের দাম কম ছিল? এর উত্তর খুব সহজ। কেন্দ্রীয় আন্তঃশুল্ক অনেক কম থাকতেই তখন দাম কম ছিল। তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফাও হয়তো তখন কম ছিল। মনমোহন সিংয়ের সরকার সেই সময় তেল কোম্পানিগুলোকে নিয়মিত ভরতুকিও দিত। যে ভরতুকি ব্যবস্থা এখন ওঠে গিয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির সরকার এসেছে। সেই সময় পেট্রোলে লিটার ৯ টাকা ৪৮ পয়সা এবং ডিজেলের লিটার ৩ টাকা ৫৬ পয়সা কেন্দ্র আন্তঃশুল্ক নিত। সাত বছর পর এখন কেন্দ্রে শুল্ক পেট্রোলের লিটার পিছু ৩১ টাকা ৮৩ পয়সা। আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য ধরলে এখন পেট্রোলের দাম হওয়া উচিত লিটারের ৩১ টাকা ৪৮ পয়সা। সেই পেট্রোল অভ্যন্তরীণ বাজারে কোথাও লিটারে ১০০ টাকা পেরিয়েছে, কোথাও ১০০ ছুঁইছুঁই। মূল দামের থেকে প্রায় ২৬০ শতাংশ বেশি। এর কারণ পুরোটাই সরকারের কর ও তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফা। সিংহভাগই কেন্দ্রের শুল্ক, কিছুটা রাজ্যের কর। সম্প্রতি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পেট্রোল ও ডিজেলকে জিএসটির আওতায় আনার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর আপত্তির জায়গা হল, মিলিতভাবে তারা পেট্রোল ও ডিজেল থেকে বছরে ২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে। কেন্দ্র একা নিঃসন্দেহ তার বেশি টাকা তোলে।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, ব্যাকসিনের ৩৫ হাজার কোটি টাকা এবং বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার খরচের এক লক্ষ কোটি টাকা পেট্রোল ও ডিজেলের উপর চাপানো কর থেকেই নাকি আসছে। ভ্যাকসিনের খরচ তো গত বছর ছিল না। কিন্তু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম তো গত বছরও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কম হওয়া সত্ত্বেও একইরকম ছিল। তাহলে কেন্দ্রের সেই বর্ধিত আয় গেল কোথায়? মনমোহনের জামানায় ভরতুকি ছিল। এখন সেসবও নেই। জ্বালানির জন্য যখন রোজ বাজারে পণ্যের দাম বাড়ছে, তখন গত বছরের সেই বর্ধিত আয়ের টাকা কেন্দ্র কেন ভরতুকি হিসাবে দেবে না? কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী যেভাবে ভ্যাকসিন ও রেশনের খরচ দেখিয়ে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাফাই দিয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যার প্রতি নির্মম উদাসীনতা ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীর কোনও দেশেই জ্বালানির উপর শুল্ক এত চড়া নয়। এমনকী আমাদের প্রতিবেসী পাকিস্তানেও জ্বালানি তুলনামূলকভাবে সস্তা। দেশের সরকারের এই উদাসীনতা এবার বন্ধ হোক। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ফের ধাক্কা, প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে নীরবের আবেদন প্রত্যাখ্যান ব্রিটিশ হাইকোর্টের

লন্ডন, ২৩ জুন (হি.স.): ভারতে ফেরানো যেতে পারে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) প্রতারণা কাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী নীরব মোদীকে, অনেক আগেই নীরবের প্রত্যর্পণে সায় দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। ভারতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধেই ব্রিটিশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল নীরব, কিন্তু নীরবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ব্রিটিশ হাইকোর্ট। ফলে বড়সড় ধাক্কা খেলেন নীরব মোদী।

ভারতে ঋণখেলাপের একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ৫০ বছরের নীরব গোপনে দেশ ছেড়েছিলেন বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের ১৯ মার্চ লন্ডনে গ্রেফতার হন তিনি। একাধিক বার জামিনের আবেদন নাকচ হয় তাঁর। প্রতি ক্ষেত্রেই আদালত মনে করেছিল, নীরব পালিয়ে যেতে পারেন। গত এপ্রিল মাসেই ব্রিটিশ সরকার জানায়, ভারতে ফেরানো যেতে পারে নীরব মোদীকে। ব্রিটেনের আইন অনুযায়ী ওই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ব্রিটিশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন নীরব। কিন্তু, নীরবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ব্রিটিশ হাইকোর্ট।

এদিকে, ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত বিজয় মাল্য, মেহুল চোক্সী ও নীরব মোদীর ৯ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ফিরিয়ে দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ভারতের বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে মোট ২২ হাজার ৫৮৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিলেন নীরব, মাল্য ও চোক্সী। তার পরে তিন জনই দেশ ছেড়ে পালান। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে সিবিআই ও ইডি। দেশে, বিদেশে থাকা তাঁদের প্রচুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কাজ শুরু করে তারা। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ১৮ হাজার ১৭০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। তার মধ্যে বিদেশ থেকে ৯৬৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা এই তিন জন প্রতারণা করেছেন তার ৮০ শতাংশ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।

করোনা টিকা নিলে মিলবে ১০ শতাংশ ছাড়, বিমানযাত্রায় অফার ইন্ডিগোর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন(হি.স.) : কোভিড টিকা নিলেই বিমানযাত্রায় মিলবে ছাড়। এই অফার দিচ্ছে বৃহত্তম দেশীয় উড়ান সংস্থা ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স। টিকা প্রাপ্ত যাত্রীদের মূল ভাড়ায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেবে তারা। বুধবার সংস্থার তরফে এই অফারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্ডিগোই ভারতের প্রথম বিমান সংস্থা, যারা টিকা নেওয়ার জন্য যাত্রীদের ছাড় দিচ্ছে। সংস্থা জানিয়েছে, তারা আশা করছে, এই পদক্ষেপের কারণে অনেক মানুষ টিকা নিতে উৎসাহিত হবেন।

এক বিবৃতিতে ইন্ডিগো জানিয়েছে যে অফারটি কেবল ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। যাঁরা টিকিট বুকিংয়ের সময় ভারতে ছিলেন এবং দেশেই টিকা নিয়েছেন, শুধু মাত্র তাঁরাই এই ছাড় পাবেন। ছাড় পেতে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড টিকা নেওয়ার শংসাপত্র দিতে হবে। এ ছাড়াও আরোগ্য সেতু অ্যাপে টিকা নেওয়ার স্টেটাস বিমানবন্দরের চেক-ইন কাউন্টার বা বিমানে ওঠার সময় দেখাতে হবে।

১ জুন থেকে দেশের সমস্ত ঘরোয়া উড়ানের ভাড়া ৩০০ থেকে হাজার টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। ঘরোয়া উড়ানের সর্বনিম্ন ভাড়া ১৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৬ শতাংশ করা হয়েছে। এর জেরে ৪০ মিনিটের কম সময়ের উড়ানের জন্য বিমানের টিকিট খরচ ন্যূনতম ২ হাজার ৩০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৬০০ টাকা। ৪০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময়সীমার উড়ানের ক্ষেত্রে ভাড়া বেড়ে হয়েছে ৩ হাজার ৩০০ টাকা। অন্য দিকে, ১ থেকে দেড় ঘণ্টায় উড়ানে ভাড়া হয়েছে ৪ হাজার টাকা এবং দেড় থেকে ২ ঘণ্টার জন্য খরচ ৪ হাজার ৭০০ টাকা। আড়াই থেকে ৩ ঘণ্টা এবং ৩ থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টার জন্য ভাড়া বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ৬ হাজার ১০০ ও ৭ হাজার ৪০০ টাকা। ভাড়া বাড়ানোর পাশাপাশি ঘরোয়া বিমানের যাত্রীসংখ্যা ৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে।

অসমের ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী তামুলপুরে গুজরাট-ভিত্তিক বাস থেকে সাত কিশোরী, কয়েকজন মহিলা উদ্ধার, আটক পাঁচ মানব পাচারকারী

তামুলপুর (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : অসমের ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বাকসা জেলার তামুলপুর মহকুমা সদরে কয়েকজন কিশোরী ও যুবতীকে গুজরাটে পাচারের সময় তাদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে দুই মহিলা সহ পাঁচ মানব পাচারকারীকে আটক করেছে তামুলপুর পুলিশ। বুধবার তামুলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) রূপজ্যোতি কলিতা জানান, গতকাল মঙ্গলবার কয়েকজন কিশোরী ও যুবতীকে কর্মসংস্থান দেওয়া হবে বলে গুজরাট নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল মানবদেহ পাচারকারী এক চক্র। এই চক্রের পাঁচ চাঁইকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে চার মহিলাও রয়েছেন। তিনি জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে তামুলপুর মহকুমার অন্তর্গত কুমারিকাটা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় গুজরাটগামী জিজে ১৪ ভি ৭১১১ নম্বরের একটি বাসের গতিরোধ করে এতে তালাশি চালানো হয়েছিল। তালাশি চালিয়ে বাসের চালক ও এজেন্টকে আটক করার পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে কয়েকজন যুবতী-মহিলা ও সাতটি কিশোরীকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে বাসের চালক, তার পত্নী এবং অন্য তিন মহিলা। তবে তদন্তের স্বার্থে ধৃত পাঁচজনের নাম প্রকাশ করেননি এসডিপিও। এদিকে উদ্ধারকৃত সাতটি কিশোরীকে আপাতত বাকসা জেলা শিশুকল্যাণ সমিতিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা ও যুবতীদের বাড়িতে পরিবারের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা আসলে আইনি বিধিসম্মত প্রক্রিয়া শেষ করে মহিলা ও যুবতীদের তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এসডিপিও রূপজ্যোতি কলিতা জানান, উদ্ধারকৃত যুবতী-মহিলা এবং কিশোরীদের পরিবারের মানুষজনকে অন্ধকারে রেকে, তাঁদের কোনও কিছু না জানিয়ে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দিয়ে গোপনে গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাদের। সেখানে বিভিন্ন মাছ ফ্যাক্টরিতে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে এখানকার কিশোরী-মহিলাদের গোপনে গুজরাটে পাচার করার চেষ্টা চালিয়েছিল দুষ্টচক্র।

ধৃতদের স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, গুজরাটের রামেশ্বরী নামের একটি মাছের ফ্যাক্টরিতে এই সব মহিলা যুবতী ও কিশোরীকে কর্মসংস্থাপন দিতে গুজরাট থেকে অসমে এসেছিল এই বাসটি। কুমারিকাটায় ধৃত পাঁচজনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তামুলপুর থানায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তাঁর কাছে আরও জানা গেছে, দীর্ঘ দিন ধরে এই চক্রটি মানবদেহ পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

শিলচরে ১৭৬ জন সংবাদকর্মীকে কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ প্রদান

শিলচর (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : শিলচরে কর্মরত ১৭৬ জন সংবাদকর্মীকে কোভিডের টিকা কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করা হয়েছে। আজ ২৩ জুন বুধবার শহরের অম্বিকাপট্টিতে অবস্থিতি দুর্গাশংকর পাঠশালায় শিবির স্থাপন করে এই দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। শিবিরে শিলচর শহরে কর্মরত সাংবাদিকরা সাড়ম্বরে টিকা গ্রহণ করেছেন। কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লির উদ্যোগে এবং শিলচর প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনায় করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজের শিবিরটি পরিচালনা করা হয়। জেলাশাসক এই শিবির সফল করে তোলার জন্য কর্মরত সাংবাদিকদের দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের বিষয় নিশ্চিতকরণে সব ব্যবস্থা নিতে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরীকে নির্দেশ দেন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি জানান, শিলচরের সংবাদকর্মীরা কোভ্যাক্সিনের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ফলে এখন কোভিডের সংক্রমণ থেকে যথেষ্ট নিরাপদ হবেন। তিনি বলেন, ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার হিসেবে কোভিড অতিমারিতে সংবাদকর্মীদের কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তাই কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য ভ্যাকসিন শিবির আয়োজন করতে পেরে সুখ অনুভব করছেন তিনি। সাংবাদিকদের জন্য আজকের টিকাকরণ শিবিরটি জেলা প্রশাসনের পক্ষে তদারকি করেছেন জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী। শিবির চলাকালীন তিনি সংবাদকর্মীদের টিকা প্রদানের সুযোগ সুবিধা বিস্তারিতভাবে তদারকি করেন।

এদিনের ভ্যাকসিনেশন শিবিরে শিলচর প্রেসক্লাবের পক্ষে সাংবাদিক গৌতম তালুকদার, উত্তম কুমার সাহা, কিংকর দাসরা সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় গত মে মাসের ১২ তারিখে শিলচরের জেলা পরিষদের কনফারেন্স হল-এ শহরের ২১০ জন সংবাদকর্মীকে কোভ্যাক্সিনের প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছিল। আজকের শিবিরে পশ্চিম অম্বিকাপুর ক্লাবের কর্মকর্তারাও শিবির পরিচালনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। প্রথম ডোজ গ্রহণকারী বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ইতিমধ্যে অন্যত্র দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন।

হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব : দেশবাসীকে শুভেচ্ছা আরএসএস-এর

নাগপুর, ২৩ জুন (হি.স.): ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক অর্থাৎ "হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব" উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালেও। বুধবার আরএসএস-এর পক্ষ থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে, 'হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব' উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। আরএসএস-এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালের বার্তা- 'ভারতকে সার্বভৌম ও স্বাধীন দেশ হিসাবে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা ও বিশ্বাস দেশের প্রতিটি প্রান্তে উজ্জীবিত করা ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক অর্থাৎ হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।'

খাল থেকে উদ্ধার দুটি গাড়িতে মিলল দুটি মৃতদেহ, তদন্তে পুলিশ

লখনউ, ২৩ জুন(হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরে খাল পরিষ্কার করার সময় উদ্ধার দুটো আলাদা জায়গা থেকে উদ্ধার দুটো মৃতদেহ। বর্ষার সময় জমা জল বের করতে খাল পরিষ্কারের কাজ চলছিল। সেই খাল পরিষ্কারের সময় খাল পাড় থেকে আচমকা একটি গাড়ি দেখতে পেয়ে তা ক্রেনের মাধ্যমে তোলা হয়। তারপর সেই গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় পচা গলা মৃতদেহ। দেহটি গাড়ির চালকের পিছনে বসা অবস্থায় ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শী জানান। অনেক কষ্টের পর দেহটি উদ্ধারের পর শনাক্ত হয়। দেহটি ২৭ বছরের দিলশাদ আনসারির। মুজাফরগনগরে বাঘরা অঞ্চলের বাসিন্দা দিলশাদ গত জানুয়ারি মাসে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। দিলশাদ নিখোঁজ হওয়ার পরই তাঁর ভাই ওয়াজিদ আনসারি মিসিং ডায়েরি স্থানীয় থানায় করেন। পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার হদিশ পায়নি। দিলশাদের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

অবশেষে খালের মধ্যে থেকে পড়ে থাকা গাড়ির ভিতর থেকে তাঁর পচাগলা দেহ উদ্ধার হল। এই দেহটি উদ্ধারের ৫৫ কিলোমিটার দূরে শিখদা অঞ্চলে আরও একটি পচাগলা দেহ একই কায়দায় গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়। পরে জানা যায় উদ্ধার হওয়া সেই দেহটি হরেন্দ্র দত্তের। তিনি ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। এই দুটি দেহ উদ্ধারের সঙ্গে কোথাও মিল আছে কি না তদন্ত করে দেখা হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদকে ঢাল, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা দিলীপ-তথাগত"র

কলকাতা, ২৩ জুন (হি.স.) : শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তার এই মন্তব্যকে যথারীতি বিতর্কিত বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীরা।

বুধবার প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে স্মরণ করে দিলীপবাবু জানিয়েছেন, '"আজকের দিনটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ পশ্চিমবঙ্গ ফের ঝুঁকির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গই থাকবে নাকি পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে। যে পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লড়াই করেন, আজও সেই পরিস্থিতি আছে। তাই আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা বেশি প্রাসঙ্গিক। দেশের অখণ্ডতা নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এসেছে, তাই আজও পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষিত নয়, আজও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা আসছে।"'

এই ব্যাপারে বাদ যাননি বিজেপি নেতা তথাগত রায়ও। তিনিও পশ্চিমবঙ্গের সরকারের বিরুদ্ধে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হত না। আজ আমরা সবাই পাকিস্তানে বাস করতাম বা বর্তমান বাংলাদেশে বাস করতাম। সম্ভবত নিহত হতাম বা বিতাড়িত হতাম।"

পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে তদন্ত কমিশন না বসানো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তথাগত রায়। ঘটনাচক্রে গতকালই, কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে মামলা করেছেন এক জনৈক ব্যক্তি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্য মৃত্যুর তদন্ত করতে কমিশন গঠন করার আর্জি জানিয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আনন্দ পরিণত বিষাদে ! নয়ডায় গাড়ি উল্টে মৃত ৪ জন যুবক

আগ্রা, ২৩ জুন (হি.স.): জন্মদিনের পার্টি থেকে ফিরছিলেন ৬ জন যুবক, কিন্তু তাঁদের আনন্দ পরিণত হল বিষাদে। মঙ্গলবার রাতে উত্তর প্রদেশের নয়ডায় এসইউভি গাড়ি উল্টে প্রাণ হারালেন ৪ জন যুবক। দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন দু"জন যুবক, তবে তাঁদের অবস্থা সঙ্কটজনক। মঙ্গলবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার রিং রোডে যমুনা ব্রিজে। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-আশিষ (১৯), কৃষ্ণ (১৬), আরশাদ (১৯) এবং নিখিল (১৮)। আহত হয়েছেন কনিক ও কবীর, তাঁদের বয়স ১৭ বছর।

পুলিশ সুপার (পশ্চিম) সত্যজিৎ গুপ্তা জানিয়েছেন, আগ্রার বাসিন্দা ৬ জন যুবক নয়ডায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে এসইউভি গাড়িতে চেপে তাঁরা আগ্রায় ফিরছিলেন, রিং রোডে যমুনা ব্রিজের উপর তাঁদের গাড়ি উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পরই গাড়ির ভিতর থেকে ৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি দু"জনের চিকিৎসা চলছে।

ভ্যাকসিন নয়, বেতনও নয় : সরকারি কর্মীদের বললেন উজ্জয়িনীর কালেক্টর

উজ্জয়িনী, ২৩ জুন (হি.স.): টিকা না নিলে পরবর্তী মাস থেকে বেতন পাবেন না সরকারি কর্মীরা। সরকারি কর্মীদের এমনই নির্দেশ দিলেন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কালেক্টর। এই নির্দেশের মূল লক্ষ্য হল, ১০০ শতাংশ টিকাকরণ। মঙ্গলবারই নির্দেশ জারি করেছেন জেলাশাসক আশিষ সিং। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে টিকা না নিলে, বেতন দেওয়া হবে না কর্মীদের। টিকা নিলেই জুলাই মাসের বেতন পাবেন কর্মীরা।

নির্দেশিকা নিয়ে বুধবার জেলাশাসক আশিষ সিং জানিয়েছেন, 'জেলাজুড়ে ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি আমরা। এই লক্ষ্যে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' নির্দেশিকায় জেলা ট্রেজারি অফিসারকে জুনের বেতন বিতরণের পাশাপাশি টিকা নেওয়ার শংসাপত্র সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লাহোরে বিস্ফোরণে মৃত্যু দু"জনের, আহত কমপক্ষে ১৭

লাহোর, ২৩ জুন (হি.স.): লাহোরের জোহার টাউনে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন দু"জন। রহস্যজনক বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৭ জন। বুধবার সকালে জোহার টাউনের আল্লাহ হু বৌলেভার্ড আবাসিক এলাকায় তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সংলগ্ন বাড়ি, দেওয়ালে ফাটল ধরেছে এবং একাধিক বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে গিয়েছে।

লাহোরের সিসিপিও গুলাম মহম্মদ ডোগার জানিয়েছেন, 'বুধবার সকালে জোহার টাউনের আল্লাহ হু বৌলেভার্ড আবাসিক এলাকায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কমপক্ষে ১৭ জন আহত হয়েছেন।' লাহোরের ডেপুটি কমিশনার মুফাস্সির রিয়াজ মালিক জানিয়েছেন, 'মহিলা ও শিশু-সহ ১২ জনের বেশি আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি।'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, 'বিস্ফোরণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি বাড়ি, ওই বাড়িটি ৬ বছর আগে তৈরি হয়েছিল।' অনেকেই বলছেন, মোটরবাইকে থাকা ডিটোনেটর ফেটে এই বিস্ফোরণ। আহতদের উদ্ধার করে লাহোরের জিন্নাহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের সকলেরই অবস্থা সঙ্কটজনক। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে, বহু দূর থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

কর্ণাটকেও করোনার ডেল্টা প্লাস প্রজাতি হদিশ, সংক্রমিত দু"জন

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুন (হি.স.): এবার কর্ণাটকেও ধরা পড়ল করোনার ডেল্টা প্লাসের সংক্রমণ।কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর জানিয়েছেন, রাজ্যে দু"জনের দেহে করোনার ডেল্টা প্লাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহীশূরে ও দ্বিতীয়জন বেঙ্গালুরুতে। ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও কেরলে ধরা পড়েছে নভেল করোনাভাইরাসের ডেল্টা প্লাসের সংক্রমণ। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল কর্ণাটক।

বুধবার কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে সুধাকর জানিয়েছেন, রাজ্যে দু"জনের দেহে করোনার ডেল্টা প্লাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন মহীশূরে ও দ্বিতীয়জন বেঙ্গালুরুতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, করোনার ডেল্টা প্রজাতির কারণেই দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতে। হু হু করে বেড়েছে সংক্রমণ। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মৃত্যুও। সেই পরিস্থিতি সামলে উঠতে না উঠতেই ডেল্টা প্রজাতি রূপ পরিবর্তন করে ডেল্টা প্লাসে পরিণত হয়েছে। ফলে চিন্তা আরও বাড়ছে।

দিল্লি রওনা হলেন ফারুক-মেহবুবা, রাজধানী আসছেন রবীন্দ্র ও কবীন্দ্র

শ্রীনগর ও জম্মু, ২৩ জুন (হি.স.): বৃহস্পতিবার, ২৪ জুন সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য জম্মু-কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন্দ্র। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে হবে সর্বদলীয় বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি রওনা হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ ও মেহবুবা মুফতি। উভয়ে শ্রীনগরের বাসভবন থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এদিনই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সভাপতি রবীন্দ্র রায়না এবং বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী কবীন্দ্র গুপ্তা। জম্মু থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সর্বদলীয় বৈঠকে জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে ফারুক, মেহবুবা মুফতি, রবীন্দ্র ও কবীন্দ্র ছাড়াও বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গোলাম নবি আজাদ প্রমুখ উপস্থিত থাকতে পারেন। জম্মু-কাশ্মীরের উপর থেকে বিশেষ মর্যাদা তুলে নেওয়ার পরে এই প্রথম সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পাকিস্তান কাঁপল মৃদু ভূমিকম্পে, তীব্রতা মাত্র ৪.৯

ইসলামাবাদ, ২৩ জুন (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। বুধবার সকাল ৬.০৯ মিনিট নাগাদ মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কোহাট জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৯। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। উৎসস্থলের কাছে বসবাসকারী মানুষজন ভূকম্পন টের পেয়েছেন। তবে, তীব্রতা অনেক কম ছিল।ভূতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৬.০৯ মিনিট নাগাদ ৪.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের কোহাট জেলায়। কোহাট থেকে ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ৩৩.৪৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭১.৫৩ দ্রাঘিমাংশ। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কাঠুয়ায় গুলিতে মৃত্যু মাদক পাচারকারীর, ১৩৫ কোটির হেরোইন উদ্ধার

জম্মু, ২৩ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র গুলিতে মৃত্যু হল একজন মাদক পাচারকারীর। ওই মাদক পাচারকারীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৭ কেজি হেরোইন, উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা। বুধবার কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই মাদক পাচারকারীর।

বিএসএফ-এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, হীরানগর সেক্টরের পানসার এলাকার বর্ডার আউট পোস্টের ঘটনা। সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে একজন মাদক পাচারকারীকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করতে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। প্রথমে ওই মাদক পাচারকারীকে সতর্ক করা হয়, কিন্তু সে পালানোর চেষ্টা করলে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ওই মাদক পাচারকারীর। ওই মাদক পাচারকারীর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৭ কেজি হেরোইন।

পেরুতে ৫.৮ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্প, কাঁপল লিমাও

লিমা, ২৩ জুন (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পেরু। তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে পেরুর রাজধানী লিমা এবং পেরুর মধ্য উপকূলবর্তী অঞ্চলে। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি কোনও খবর পাওয়া যায়নি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮। পেরুর সিসমোলোজিক্যাল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ৯.৫৪ মিনিট নাগাদ (০২.৫৪ জিএমটি বুধবার) ভূমিকম্প অনুভূত হয় পেরুর রাজধানী লিমাতে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল লিমা থেকে ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মালা থেকে ৩৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। রাতের অন্ধকারে ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে মানুষজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। লিমায় ঘর-বাড়িও কেঁপে ওঠে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সক্রিয় রোগী ২.১৪ শতাংশ, ভারতে ৩৯.৫৯-কোটির ঊর্ধ্বে কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৯.৫৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯,০১,০৫৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৯,৫৯,৭৩,১৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,০১,০৫৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজার ৮৪৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৯,৩২৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৪৩,১৯৪ জন (২.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৮ হাজার ৮১৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯০,৬৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩৫৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৮৯,৯৪,৮৫৫ জন (৯৬.৫৬ শতাংশ)।

৮০ শতাংশ আমদানি করতে হয়, তাই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে পকেট খালি হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে দুই জ্বালানি তেলের দাম। কিন্তু, কেন বাড়ছে জ্বালানি তেলের মূল্য? উত্তর দিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বুধবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ব্যবহারের ৮০ শতাংশই আমদানি করতে হয় আমাদের, ভারতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য এটাই প্রধান কারণ।' আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে বলেও জানিয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।ভোপাল ও মুম্বই-সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে ১০০ ছাড়িয়েছে পেট্রোলের দাম, পিছিয়ে নেই ডিজেলও। দিল্লি থেকে কলকাতা, চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরু-দেশের সর্বত্রই বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। এমতাবস্থায় এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। তাছাড়া ভারতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে প্রধান কারণ হল, ব্যবহারের ৮০ শতাংশই আমদানি করতে হয় আমাদের।'

ভারতে ডেল্টা প্লাসে সংক্রমিত ৪০, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে নতুন প্রজাতি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): নভেল করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ডেল্টা প্লাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ জন ভারতীয় নাগরিক। বুধবার সরকারি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। ডেল্টা প্লাসে আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই মহারাষ্ট্রে, বাকিরা কেরল, তামিলনাড়ু এবং মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। করোনার এই নতুন প্রজাতি গত কয়েকদিন ধরেই কেন্দ্রের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেল্টা প্লাস প্রজাতি 'ভ্যারিয়্যান্ট অফ ইন্টারেস্ট' আখ্যা দিয়েছে সরকার। ভারতের ডেল্টা প্রজাতি (বি.১.৬১৭.২) নিয়ে এমনিতেই উদ্বিগ্ন গোটা দুনিয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগেই ডেল্টা প্রজাতিকে এই মুহূর্তের সবচেয়ে মারাত্মক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ডেল্টা থেকেই ভাইরাস রূপ বদলে তৈরি হয়েছে ডেল্টা প্লাস। ডেল্টা প্লাস প্রজাতি অনেক বেশি সংক্রামক হতে পারে। অনেক দ্রুত আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে এই নতুন প্রজাতির গবেষণায়।

ইসলামপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তি

ইসলামপুর, ২৩ জুন (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ার কালীবাড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির।আহত আরও ১ জন।মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।মৃতের নাম সবুজ আলম (৪০)।আহতের নাম জিয়াউল হক। জানা গিয়েছে, সবুজ আলম এবং জিয়াউল পাঞ্জিপাড়ায় কোনো কাজে গিয়েছিলেন।সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে কালীবাড়ি এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়দের অনুমান কোনো বড় লরি পেছন থেকে বাইকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১ জনের এবং গুরুতর জখম হন ১ জন।আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর হাসপাতালে পাঠায়।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনাল

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মোবাইল ফোন কেনার কিছু টিপস

ভালোমানের স্মার্টফোন একসময় বিলাসীতার ধারক হলেও বর্তমানে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় এটি নিতান্তই খুব সাধারণ ও প্রয়োজনীয় একটি ডিভাইসে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ফেসবুকিং, গেম খেলা থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফি পর্যন্ত প্রায় সবধরনের কাজই আমরা স্মার্টফোন দিয়ে করে থাকি। তাই একটি ভালোমানের স্মার্টফোন প্রায় সকলেরই খুব দরকার। তাই এত দরকারী একটি জিনিস কেনার আগে অবশ্যই কিছু বিষয় জেনে রাখা উচিত তাহলে চলুন জেনে নেই মোবাইল ফোন কেনার কিছু টিপস। ১/ প্রসেসরঃ- প্রসেসরকে মোবাইল ফোনের ব্রেইনের সাথে তুলনা করা হয়। মানুষের ব্রেইনের মত মোবাইলের ব্রেইন অর্থাৎ প্রসেসরের ভূমিকা অনেক বেশি। ফোনের প্রসেসর যত শক্তিশালী হবে মোবাইল ফোনও ততই ফাস্ট ও স্মূথলী রান হবে। তাই একটি ভালো মোবাইল ফোনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো একটি ভালো ও শক্তিশালী প্রসেসর থাকা। কয়েকটি ভালো প্রসেসরের উদাহল হলো কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন ৮৪৫, ৮৩৫, ৬৬০, ৬৩৬ ; স্যামসাং এর এক্সিনস ৯৮১০, ৮৮৯৫, ৮৮৯০, মিডিয়াটেক হেইলো পি৭০, এক্স৩০ ইত্যাদি। ২/ র‍্যামঃ- মোবইল ফোনের গতি অনেকটাই নির্ভর করে এর র‍্যামের উপর। সবসময় যেসকল মোবাইলের র‍্যাম একটু বেশি থাকে সেগুলোই পছন্দের তালিকায় রাখা উচিত কারণ র‍্যাম যত বেশি হবে মোবাইল ততই ফাস্ট কাজ করতে পারবে। ৩/ ডিসপ্লেঃ- একসময় মোবাইলের ডিসপ্লে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বর্তমান এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। সর্বপ্রথম দেখতে হবে ডিসপ্লে সাইজ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সাইজ নির্বাচন করুন। এছাড়াও যে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো , টার্চস্কিন, রেজুলেশন, মাল্টিটার্চ ইত্যাদি। ৪/ স্টোরেজঃ- মোবাইলের স্টোরেজ খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আপনার ফোনে বিভিন্ন জিনিস রাখার জন্য কতটুকু স্টোরেজ পাচ্ছেন সেটা জানা দরকার তবে বর্তমান সময়ে কমপক্ষে ১৬ জিবির নিচে স্টোরেজের ফোন ক্রয় না করাই উচিত। ৫/ ক্যামেরাঃ- স্মার্টফোনগুলো এত বেশি জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো একটি ভালো ক্যামেরা সাপোর্ট দেওয়া তাই আপনি যে ফোনটি ক্রয় করতে যাচ্ছেন তার ক্যামেরা কমপক্ষে ১৬ মেগাপিক্সেলের হওয়া বাঞ্চনীয়।

৬/ ব্যাটারিঃ- বর্তমান স্মার্টফোনগুলোর একটা বড় সমস্যা হলো এগুলো খুব বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে পারে না যার ফলে ২-৩ঘন্টার বেশি ফোন টানা ব্যবহার করা যায় না। তাই এই সমস্যাটা কিছুটা হলেও লাগব করতে চাইলে ফোনের ব্যাটারি কমপক্ষে ৪ হাজার মিলি এম্পিয়ারের নিশ্চিত করুন।

তীব্র দাবদাহ: কিভাবে নিজেকে সুস্থ রাখবেন

বেশ কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে তীব্র দাবদাহ। এই প্রচণ্ড গরমে দেখা যায়, শিশু ও বৃদ্ধসহ নানা বয়সের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সতর্ক না হলে সাধারণ জলশূন্যতা, বদহজম থেকে হিটস্ট্রোকের মতো সমস্যায়ও পড়তে পারেন যে কেউ।

আবহাওয়া অধিদফতরের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্যে বলা হয়েছে, ঢাকায় গত ২৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে ২৬ এপ্রিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৯৫ সালে সর্বশেষ ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা উঠেছিল ঢাকায়। ওইদিন রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল ৪১.৩

ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, এই তীব্র তাপমাত্রা চলতি সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত চলবে। মানব শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে কিন্তু তার জন্য শীতল তাপমাত্রা হচ্ছে ২০ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আর বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে তা মানব শরীরের সহ্যসীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা এবং বাতাসে আর্দতার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে মানবশরীর সহ্য করতে পারে না। তখন নানারকম অস্বস্তি ও সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে মানুষের হিটস্ট্রোক হবার আশংকা বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনাকে যা যা করতে হবে- জল এবং জলজাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে

শরীরের জলশূণ্যতা ঠেকাতে এ সময় প্রচুর জল এবং জলজাতীয় খাবার বেশি করে খেতে হবে। জল, স্যালাইন, ফলের রস, সরবত, ডাব এ ধরণের পানীয় শরীরে আর্দতা যোগায়।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জলশূন্যতার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ জলশূন্যতার ফলে স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। জল ও জল-জাতীয় খাবারের পাশাপাশি জল রয়েছে এমন প্রচুর সবজি ও ফল খাওয়া উচিত। যেমন তরমুজ, আনারস, জাম্বুরা, আপেল এমন ফল শরীরের গরমের ভাব কমাতে সাহায্য করে।এছাড়া প্রচুর সবজি খেলে পরিপাকক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তাতে শরীরের অস্বস্তি কমে। সূর্যের আলো থেকে দূরে থাকতে হবে দিনের যে সময়ে তাপমাত্রা বেশি থাকে সে সময় সরাসরি রোদে না যাওয়া বা অতিরিক্ত পরিশ্রম উচিত নয়। সাধারণত সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সূর্যের আলো সবচেয়ে প্রখর থাকে। এই সময়ে সূর্যের আলোতে যেতে হলে ছাতা, টুপি, পায়ে জুতা-স্যান্ডেল ব্যবহার করুন। চোখ নিরাপদ রাখতে সানগ্লাস ব্যবহার করুন। কোথাও যাওয়ার আগে সঙ্গে জল অবশ্যই নেবেন। ভাজাপোড়া এবং জাঙ্ক ফুড বাদ দিনতীব্র গরমে ভাজাপোড়া মুখরোচক খাবার, কিংবা জাঙ্ক ফুড শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বার্গার, পটেটো চিপস বা পিতার মতো খাবারে প্রচুর ক্যালরি, সোডিয়াম ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। ফলে এগুলো খেলে একদিকে যেমন গরম বেশি লাগে, তেমনি মুখে অরুচি এবং বদহজমের আশংকা তৈরি হয়। এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। সেই সঙ্গে ক্যাফেইন জাতীয় পানীয় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। ঢিলেঢালা ও সুতি কাপড় বিশেষজ্ঞরা গরমে হালকা, ঢিলেঢালা ও হালকা রঙের সুতি কাপড় পরার পরামর্শ দেন। এ ধরণের কাপড়ে তাপ শোষণ হয় দ্রুত এবং বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারে, ফলে গরম কম লাগে।

ঘর ঠাণ্ডা রাখা ঘর যাতে ঠাণ্ডা থাকে এবং ঘরে যাতে বাতাস প্রবেশ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব অসুস্থতা হতে পারে প্রচণ্ড গরমে সাধারণত অতিরিক্ত ঘামের কারণে জলশূন্য হয়ে পড়ে মানুষের শরীর। জলশূন্যতার কারণে দ্রুত দুর্বল হয়ে যায় শরীর। এছাড়া বদহজম ও পেট খারাপ এবং জলবাহিত নানা ধরণের রোগবালাই হতে পারে এ সময়। রোটাভাইরাসসহ বিভিন্ন ভাইরাসজনিত পাতলা পায়খানা হতে পারে। মাথা ঘোরা এবং বমিভাব, কারো ক্ষেত্রে বমিও হতে পারে। এধরণের অসুস্থতা সাধারণত একটু সতর্ক হলে এড়িয়ে চলা সম্ভব। তবে, অতিরিক্ত গরমে যদি কারো শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিম-ভাব হয় কিংবা মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তাহলে দ্রুত চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

এক রকম খাবারে বাচ্চাদের অরুচি? রইল অন্য রকম দু'টো রেসিপি

করোনা কেড়েছে বাচ্চাদের স্বাভাবিক গতিবিধি। সারাদিন অনলাইনে ক্লাস আর চার দেওয়ালে বন্দি। খেলাধুলো বলতে শুধুই বাড়ির মধ্যে যতটুকু খেলা যায়। এত সব বিধিনিষেধে বাচ্চাদের ভীষণ মুড সুইং হচ্ছে। বাচ্চা চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনি ভাবছেন এর মধ্যে মন ভাল করার জন্য টিফিনটা যদি একটু অন্যরকম করা যেত! ঠিক ভেবেছেন। মন ভাল করার জন্য রইল অন্যস্বাদের টিফিনের রেসিপি। ব্রকোলি পনির পরোটা উপকরণ : ব্রকোলি: ৩ কাপ পনির: ১/২ কাপ পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ সাদা তেল: ৩ টেবল চামচ লাল লঙ্কাগুঁড়ো: ১ চা-চামচ আটা: ২ কাপ নুন: ১ চা চামচ প্রণালী : ভাল করে ব্রকোলি ধুয়ে কেটে রেখে দিন। তারপর কড়াইতে তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হয়ে এলে ব্রকোলির টুকরো, নুন ও লাল লঙ্কাগুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। মিনিট চারেক কষার পর এতে পনিরের টুকরো দিয়ে দিন। এরপর গ্যাস বন্ধ করে একটু ঠান্ডা হতে দিন। অন্য একটি পাত্রে আটার সঙ্গে সামান্য নুন মাখিয়ে মণ্ড তৈরি করুন। হয়ে গেলে ১৫ মিনিট মণ্ডটা ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপর ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। এবার খানিকটা বেলে মাঝখানে তৈরি করা ব্রকোলি ও পনিরের পুর দিয়ে ভাল করে বেলে নিন। তারপর কড়াইতে তেল দিয়ে একটা একটা করে ভাজুন। বাদামি রং ধরলে গরম গরম পরিবেশন করুন। ক্যারট এগ রাইস উপকরণ : গাজর কুচি: ৪ কাপ পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ বাসমতী রাইস: ১ কাপ কারি পাতা: ৭-৮ টা কারি পাউডার: ১ চা চামচ গোটা জিরে: ১/২ টেবল চামচ সাদা তেল: ৩ টেবল চামচ কাঁচা লঙ্কা: ২-৩ টি ডিম: ৩টে নুন স্বাদমতো প্রণালী : একটি পাত্রে ২ কাপ জল নিয়ে চাল সিদ্ধ করুন। চাল সিদ্ধ হয়ে গেলে আলাদা করে রেখে দিন। এবার কড়াইতে তেল দিন। তেল গরম হলে প্রথমে গোটা জিরে দিন। তারপর কারিপাতা, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে কষতে থাকুন। এবার ডিম ফেটিয়ে দিয়ে নিন। খানিক নাড়ার পর ডিম ঝুরো ঝুরো হয়ে যাবে। পেঁয়াজ নরম ও ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এবার কুচনো গাজর দিয়ে দিন। খানিক নাড়ার পর কারি পাউডার ও নুন দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার সিদ্ধ করে রাখা চাল দিয়ে দিন। ভাল করে মেশানো হয়ে গেলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

করোনা হয়েছে নাকি অন্য কোনও কারণে অ্যালার্জি? কী করে বুঝবেন

করোনাকালে বেশির ভাগ মানুষই স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু জিনিস নিয়ে বিভ্রান্তি এবং ভুল ধারণাও। সাধারণ ফ্লু বা অ্যালার্জির যা উপসর্গ তার সঙ্গে কোভিড সংক্রমণের উপসর্গের অনেক মিল। সেই কারণেই এই নিয়ে বিভ্রান্তিও বিস্তর। কী ভাবে বুঝবেন, আপনি কোন কারণে অসুস্থ? জেনে নিন।

করোনা এবং অ্যালার্জি

সারস-সিওভি-টু ভাইরাসের কোনও প্রজাতি আপনার শরীরে ঢুকলে করোনা হতে পারে। এই সংক্রমণে মূলত ক্ষতি হয় ফুসফুসের। কোনও সংক্রমিত মানুষের সংস্পর্শ এলে বা তাঁর ব্যবহৃত কোনও জিনিসে হাত পড়লে, সেই হাত না ধুয়েই চোখে-মুখে দিলে আপনার এই রোগ হতে পারে। শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কোনও বাইরের জিনিসের সংস্পর্শে এলে যদি এক বিশেষ প্রক্রিয়া হয়, তা হলে তার থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। এটাকে ''হে জ্বর'' বলা হয়। এটি সংক্রমক নয়। কারণ এক এক জনের এক এক জিনিস থেকে অ্যালার্জি থাকে। সাধারণত বাদাম, চিংড়ি মাছ, ধুলো, রেণুর মতো জিনিস থেকে কারও কারও অ্যালার্জি হয়ে থাকে।

উপসর্গ

কোভিড সংক্রমণে জ্বর, কাশি, ক্লান্তি, স্বাদ-গন্ধ চলে যাওয়া, মাথা ব্যথা বা পেটের সমস্যার মতো উপসর্গ দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হয় অনেকের। অ্যালার্জি হলে গা-হাত-পা চুলকানো, নাক দিয়ে ঘন ঘন জল পড়া, হাঁচি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া, চোখে ফুলে পুঁজ বেরোনোর মতো উপসর্গ দেখা যায় শুরুতে। বাড়াবাড়ি হলে জ্বরও হতে পারে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে।

কী করে আটকাবেন

কোভিড সংক্রমণ আটকাতে কোভিড-বিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরা, ঘন ঘন হাত স্যানিটাইজ করা, বাইরে থেকে ফিরে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এই রোগের সংক্রমণ কমানোর জন্য আবশ্যিক।

অ্যালার্জির ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। এক এক জনের এক এক রকম খাবারে অ্যালার্জি থাকে। বেগুন খেলে কি আপনার গলা চুলকায়, বাদাম খেলে মুখ ফুলে যাচ্ছে এগুলি আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সেই মতো সেই সব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। বাইরে গিয়ে কোনও খাবার খাওয়ার আগে সতর্ক হতে হবে। কোনও পদ তৈরি করতে বাদাম ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সেটা জানা দরকার। বাজার থেকে কোনও চকোলেট বা প্যাকেটের খাবার কেনার আগে ভাল করে তার উপকরণের তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিন। যে কোনও ওষুধ শুরু করার আগে চিকিতককে জানান, আপনার কী ধরনের অ্যালার্জি রয়েছে। নিজে থেকে কোনও নতুন ওষুধ খাওয়া শুরু করবেন না। কোনও কোনও ঋতুতে রেণু বা ধুলো বাতাসে অনেক বেশি ওড়ে। তাই অ্যালার্জির ওষুধ সঙ্গে রাখুন। বাইরে বেরোলে সঙ্গে একটি কার্ড রাখবেন, যেখানে আপনার বিভিন্ন অ্যালার্জির কথা পরিষ্কার করে লেখা থাকবে।

শশাঙ্গাসন

প্রথমে জাজেন বা বজ্রাসনের মতো করে বসুন। এবার এ অবস্থা থেকে হাঁটুতে ভর করে শরীরের ওপরের অংশ তুলুন। মাথা সোজা করুন। এবার আস্তে আস্তে মাথা সামনের দিকে বাঁকিয়ে কপাল হাঁটুর সাথে লাগাতে চেষ্টা করুন। এবার হাত দুটো দিয়ে দুপায়ের গোড়ালি ধরুন। দম স্বাভাবিক থাকবে। থুতনি গলার শেষ প্রান্তে থাকবে। দুপায়ের গোড়ালি লেগে থাকবে। মাথার তালু মাটিতে থাকবে (ছবির মতো)। তবে জোর করে সঠিক ভঙ্গীমায় প্রথমেই যেতে চেষ্টা করবেন না। চর্চা করলে ধীরে ধীরে সঠিক ভঙ্গীমায় যেতে পারবেন। শেষ অবস্থানে গিয়ে ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড থাকুন।

উপকারিতা

- এ আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে স্নায়ুর মটর নিউরোন সুস্থ-সাবলীল থাকে। ফলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- মেরুদণ্ড নমনীয়-কমনীয় হয়। মেরুদণ্ডের সংযোগস্থলগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে বলে লোয়ার মটর নিউরোন বেশি কর্মক্ষম হয়।- টনসিলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় বলে টনসিলের সমস্যা থাকলে তা দূর হয়ে যায়। ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা দূর হয়। এ আসন নিয়মিত করলে টনসিলের রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। তবে ক্রনিক হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত। - পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে তাকে সুস্থ-সতেজ রাখে। ফলে বিভিন্ন মেয়েলি রোগে উপকার পাওয়া যায়।

যোগব্যায়াম একটি পরিপূর্ণ এই প্রক্রিয়া

ইয়োগা বা যোগব্যায়াম একটি শাস্ত্রীয় কৌশল, যা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মুনি ঋষিরা তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং দীর্ঘজীবনের জন্য বিভিন্ন কলা-কৌশল আবিষ্কার বা আয়ত্ত করেন। প্রায় ৪০০ বছর আগে সর্বপ্রথম ঋষি পতঞ্জলি কিছু আসনের কথা বলেন এবং এগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ধীরে ধীরে এই কলাকৌশল ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দিকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ''পতঞ্জলিআসনা'' নামে গ্রন্থটি ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আরো অনেকেই যোগব্যায়াম এর ওপর বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেন।

ইয়োগা আসলে কী? কী এর রহস্য? এর উতসই বা কোথায়? ''ইয়োগা'' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ''যুবক'' বা ''যৌবন''। এটি মূলত সংস্কৃত শব্দ। বাংলায় ''যোগ''। যার অর্থ গ্রন্থিভূক্ত করা বা সমন্বয় সাধন করা। কীসের সমন্বয় সাধন? অর্থাত মানুষের দেহ ও মনের যৌবন ধরে রাখার কৌশল। ইয়োগা বা যোগব্যায়াম শুধু রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই করে না; রোগ নিরাময়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভারত উপ-মহাদেশে এর উদ্ভাবন হলেও আজ সারা বিশ্বে ইয়োগা চর্চা বিকাশ ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে দুই কোটি মানুষ ইয়োগা চর্চা করছেন। ইতিবাচক চিন্তা, প্রাণায়াম, নিউরোবিক জিম, মেডিটেশনের সমন্বয়ে ইয়োগার পরিপূর্ণ প্রয়োগ মানুষকে তার ভেতরের সুপ্ত অসীম শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। যোগব্যায়ামকে জীবনযাপনের অংশ করে তুলতে পারলে দেহ-মনের সুস্থতা ও শান্তি নিশ্চিত হবে। ওজন কমানো, শক্তিশালী নমনীয় শরীর, উজ্জ্বল ত্বক, শান্ত মন, ভালো স্বাস্থ্য ইত্যাদি যা কিছু আমরা পেতে চাই সব কিছুর চাবি আছে যোগাসনে। এতে অনেক রকম শারীরিক সমস্যা যথা-উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, করোনারি আর্টারি ব্লকের ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ জীবন কাটানো সম্ভব। যোগ হল এক জীবনদর্শন, যোগ হল আত্মানুশাসন, যোগ হল এক জীবন পদ্ধতি। যোগ শুধু বিকল্প চিকিতসা পদ্ধতিই নয়, বরং যোগের প্রয়োগ ব্যাধিকে নির্মূল করে। এটি এক বিধাতা প্রদত্ত শুধু শরীরেরই নয়, পুরো মানসিক রোগেরও চিকিতসা শাস্ত্র। যোগ অ্যালোপ্যাথির মতো কোনো লাক্ষণিক চিকিতসা নয়, বরং রোগের মূল কারণকে নির্মূল করে আমাদের ভেতর থেকে সুস্থ করে তোলার এক উপায়। ইয়োগা বা যোগব্যায়াম সাধারণত তিনটি প্রধান কাঠামোর ওপর নির্মিত হয়। যেমন ব্যায়াম, শ্বাস এবং ধ্যান। ব্যায়াম ও বিভিন্ন আসনের মাধ্যমে শরীরকে নিজের আয়ত্তে আনার কৌশল জানা যায় এবং বিভিন্ন রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়। এছাড়া যোগব্যায়াম স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য এবং শিথিলকরণ একটি পথ। যোগাভ্যাস একটি নিয়মিত অভ্যাস। দু''দিন করে ছেড়ে দিলে হবে না, নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমেই এর সুফল পাওয়া সম্ভব। নিজে নিজে অভ্যাস না করে একজন ট্রেনারের অধীনে এগুলো অভ্যাস করা ভালো। প্রয়োজন বুঝে ট্রেইনার নির্দেশ দিয়ে থাকেন ঠিক কোন ধরনের আসনগুলো করা উচিত। এর পাশাপাশি নানারকম রোগ যোগাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা, অ্যাজমা, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাইগ্রেন, দুশ্চিন্তা এবং অবসাদ ইত্যাদি। বিশেষ কয়েকটি যোগাসন (প্রাণায়াম, মেডিটেশন, রিউরোবিক জিম ও আকুপ্রেসার) নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে এ ধরনের রোগগুলো থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে এবং অনেকেই ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কলস্টেরল ও অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

চা পানের কিছু টিপস

চায়ে আছে এপিগ্যালোক্যাটেচিন-গ্যালেট (ইজিসিজি) নামের একধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা খুব কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। ভিটামিন ''সি''-এর চেয়ে ১০০ গুণ বেশি ফলদায়ক। এটা ডিএনএ সেলকে এমনভাবে সুরক্ষা দেয়, যেন ক্যানসারের প্রভাবে এর রূপান্তর না ঘটে।

- গ্রিন টি তুলনামূলক ভালো, কারণ এটা চা-পাতা শুধু ভাপে সেদ্ধ করে শুকিয়ে তৈরি করা হয়।
- গ্রিন টির ইজিসিজি ইউরোকিনেজ নামের এনজাইম তৈরিতে বাধা দেয়। এই এনজাইম ক্যানসার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (দেখুন, রিডার্স ডাইজেস্টের বই ১৮০১ হোম রেমেডিজ, পৃ. ৪২২)।
- শুধু চা বেশি উপকারী। দুধ-চিনি মেশানো চায়ের স্বাদ অবশ্য বেশি ভালো। তবে বিজ্ঞানীরা হালকা লাল চায়ের কথাই বেশি বলেন।
- চা বানানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, প্রথমে জল বেশ কিছুক্ষণ ফুটতে দিন। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে জলে প্রতি কাপের জন্য এক চা-চামচ করে পাতা দিয়ে কেটলি ঢেকে রাখুন, যেন চা ঠান্ডা হয়ে না যায়। চার থেকে পাঁচ মিনিট পর কাপে ঢেলে নিন।

ডালখোলার কুখ্যাত যানজট সমস্যার সমাধান শীঘ্রই

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : ট্রেন চলাচল ব্যাহত হলেও দীর্ঘ ১৫ বছর পর অবশেষে শুরু হয়েছে ডালখোলা বাইপাসের কাজ। এতে উচ্ছ্বসিত উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দারা। এই ডালখোলা রেলগেটের কাজ শুরু হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এলাকার বহু বছরের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলে মনে করছেন তাঁরা। একইসঙ্গে আরও সহজ হতে চলেছে সড়কপথে উত্তরবঙ্গ যাত্রা। ২০০৬ সালে এই বাইপাস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বাইপাসের জমি অধিগ্রহণ এবং অর্থাভাবে জন্য আটকে ছিল। প্রথমবার এই কাজের জন্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি প্রায় ৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। পরে আনুমানিক অর্থের এস্টিমেট বেড়ে যাওয়ায় আরও ১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এই প্রযেক্টে। শেষ পর্যন্ত ২০১৬ সালে কাজ শুরু হলেও ফ্লাইওভারে নকশার ত্রুটির জন্য কাজ পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে সব জট কেটে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে তোড়জোর শুরু হয়। মনে করা হচ্ছে এই ভাবে কাজ চলতে থাকলে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই এই ব্রিজের কাজ সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে ডালখোলা বাইপাস নির্মাণকারী সংস্থার ডি এম এম, সন্দীপ কুমার জানিয়েছেন, বহুপ্রতীক্ষিত ডালখোলা বাইপাসে ওভার ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই কাজ চলবে। সেই কারনে এই ৩ ঘণ্টা রেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। তবে সব জট কেটে গিয়ে নতুন করে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি জেলার বাসিন্দারা। দক্ষিণবঙ্গ থেকে শিলিগুড়ি হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার মূল এই পথে যানজটের সমস্যা মেটার আশায় এলাকাবাসী। রেল দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী চারদিন ধরে এই ওভারব্রিজ তৈরি কাজে মোট ১৬টি গার্ডার নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে যাওয়ার এই মূল জাতীয় সড়কে প্রতিদিন বহু সংখ্যক মালবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। ডালখোলা এলাকায় জাতীয় সড়কের বুক চিরে যাওয়া রেলপথ দিয়ে প্রচুর দূরপাল্লার ট্রেন চলাচলের জেরে দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকে। এর ফলেই রেলগেটের উভয়প্রান্তে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, রায়গঞ্জসহ অন্যান্য এলাকা থেকে সড়ক পথে শিলিগুড়ি পৌঁছতেও ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। জেলার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বহুবার এই বাইপাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তবে, জমি জটিলতা সহ বিভিন্ন কারনে এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে রেলের উপরের অংশে স্তম্ভ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। রেলের উড়ালপুলের স্তম্ভগুলো বসানো নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের বাধায় এতদিন কাজ আটকে ছিল বলে জানিয়েছে তারা। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গগামী প্রায় সমস্ত ট্যুরিস্ট বাস এবং গাড়িগুলি ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ডালখোলার উপর দিয়েই যাতায়াত করে। ডালখোলা রেলগেটের কাছে এই যানজটের জেরে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। যা কার্যত পর্যটকদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গগামী পর্যটকদের কাছে এই ওভারব্রিজ অনেকটাই স্বস্তি দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, রাজ্যে উপনির্বাচন পর্ব সারতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ২৩ জুন(হি.স.) : রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নির্বাচন কমিশন চাইলে এখনই রাজ্যে উপনির্বাচন পর্ব সেরে ফেলতে পারে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "এখন তো পরিস্থিতি অনেকটাই ভাল। কমিশন চাইলে এখন ভোট করে নিতে পারে। আমি জানি, প্রধানমন্ত্রী বললেই কমিশন উপনির্বাচনের ঘোষণা করবেন। আমি তাই প্রধামন্ত্রীকে সেই উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করব।"

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে মমতা নন্দীগ্রামে পরাজিত হয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী সরকার গঠনের ছ'মাসের মধ্যে কোনও আসন থেকে জিতে আসতে হবে। এজন্য ইতিমধ্যেই মমতার আগের আসন ভবানীপুরের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। শোভনদেব নিজেও কৃষিমন্ত্রী। ফলে তাঁকেও কোনও আসন থেকে জিতে আসতে হবে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দহ আসনে প্রার্থী হতে পারেন তিনি। ওই আসনে জয়ী কাজল সিনহা ফল ঘোষণার আগেই মারা যান। সেখানেও নিয়ম মাফিক উপনির্বাচন হওয়ার কথা। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হননি। তাঁকেও ছ'মাসের মধ্যে জিতে আসতে হবে।

বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে প্রার্থীর মৃত্যুতে রাজ্যের দু'টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়নি, দু'টি আসনই মুর্শিদাবাদের। সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে ওই দুই আসনের কথাও উল্লেখ করেন মমতা। তিনি বলেন, "আমরা চাইব ওই দুই কেন্দ্রেও দ্রুত উপনির্বাচন হয়ে যাক। কোভিড এখন নিয়ন্ত্রণে।"

গ্রেফতার না করার শর্তে বিনয়ের দেশে ফেরা নিয়ে সিবিআইয়ের মত জানতে চাইল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৩ জুন(হি.স.) : গ্রেফতার না করার প্রতিশ্রুতি দিলে দেশে ফিরতে রাজি গরু ও কয়লা পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র। গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচরপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে শুনানি পর্বে এ কথা জানান বিনয়ের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। বুধবার সিঙ্ঘভি-র প্রস্তাবের বিষয়ে সিবিআইয়ের বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে তাদের বক্তব্য জানাতে হবে।

যদিও মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আইনজীবী ওয়াই জে দস্তুর জানিয়েছেন, দেশে ফিরে তদন্তে সহযোগিতা করা হলে বিনয়কে গ্রেফতার করা হবে না। তিনি বলেন, """"ইডি-র অধিকর্তার সঙ্গেও কথা আমার হয়েছে। তাঁরাও লিখিত ভাবে ""কড়া পদক্ষেপ হবে না"" এই মর্মে আশ্বাস দিতে তৈরি।"""" তবে বুধবার শুনানিতে দস্তুর হাই কোর্টকে জানান, বিনয়ের আইনজীবীর প্রস্তাবে তারা রাজি কি না, তা সিবিআইয়ের তরফ থেকে জেনেই জানাবেন।

সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মামলার শুনানির সময় সিবিআইয়ের আইনজীবী বিনয়কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তিনি বলেছেন, """"আমরা অভিযুক্তের ভার্চুয়াল শুনানিতে রাজি নই। কারণ, ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এ শুনানির সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে সঠিক উত্তর না-ও পাওয়া যেতে পারে।"""" পাশাপাশি তিনি বলেন, """"১২ জুলাই-এর মধ্যে দেশে ফিরে তদন্তে সহযোগিতা করুন বিনয়। সে ক্ষেত্রে কোনও রেড কর্নার নোটিস থাকবে না তাঁর বিরুদ্ধে। গ্রেফতারও করা হবে না।"""" মঙ্গলবার কার্যত সেই প্রস্তাবেই সায় দেন বিনয়ের আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি।

বিনয়ের বিরুদ্ধে সিবিআই রেড কর্নার নোটিস জারির আবেদন জানিয়েছিল ইন্টারপোলের কাছে। কিন্তু তা এখনও কার্যকর হয়নি। এই পরিস্থিতিতে চলতি মাসে কলকাতা হাই কোর্টে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মামলার শুনানির অনুমতি চেয়েছিলেন বিনয়। সেই সঙ্গে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আরও বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

সীমান্তে চিনা সেনার আগ্রাসন ঠেকাতে ব্যর্থ কেন্দ্রের মোদী সরকার, অভিযোগ অধীরের

কলকাতা, ২৩ জুন(হি.স.) : চিনা সেনার আগ্রাসনের মোকাবিলা নরেন্দ্র মোদী সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীর। বুধবার তিনি বলেন, "শুধু লাদাখ নয়, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, উত্তরাখণ্ড-সহ ৪ হাজার কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে চিনা ফৌজের ভুমিকা আমাদের মনে দুশ্চিন্তা তৈরি করেছে।"

বুধবার বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অধীর বলেন, "লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ১৮ কিলোমিটার ঢুকে চিনা ফৌজ বসে আছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। কোনও পদক্ষেপ করছে না। ফলে চিন আরও আগ্রাসী হচ্ছে।" বিজেপি সাংসদ জন বার্লা এবং সৌমিত্র খাঁয়ের নতুন রাজ্যের দাবির বিরুদ্ধে সরব হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাংলায় বিজেপি দল একটা নতুন সংকীর্ণ রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এর আগে বাংলা ভাগ হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস বাংলা আর ভাগ হবে না।"

মঙ্গলবার রাতে এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারের বাড়িতে বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতাদের বৈঠক প্রসঙ্গে অধীর বলেন, "কে, কোথায় মিটিং করছেন আমার জানা নেই। রাহুল গান্ধী বলেছেন, করোনার মোকাবিলা করতে হবে। মানুষের মধ্যে কোভিড সচেতনতা নিয়ে প্রচার করতে হবে। আমাদের এখন কোভিড মোকাবিলাই এক মাত্র লক্ষ্য।" রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় ও রাজ্যে সরকারের সংঘাত প্রসঙ্গে অধীর বলেন, "রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি কাছে আবেদন করা উচিত রাজ্যে সরকার এবং শাসক দলের। কিন্তু তৃণমূলের এত জন সাংসদ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে কোনও আবেদন করা হয় না। খালি এখানে রাজ্যপালের বিরোধিতা করে বিবৃতি দেওয়া হয়।"

বিজেপি-তে আবার গৃহযুদ্ধ, বেফাঁস বলা নিয়ে যুযুধান দুই সাংসদ স্বপন-দিলীপ

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : দুই সাংসদ জন বার্লা ও সৌমিত্র খাঁয়ের পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে যখন অস্বস্তিতে বিজেপি, তখন দুই শীর্ষ স্থানীয় নেতার কলহ ফের সামনে এসে গিয়েছে।

রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত টুইটে কারও নাম না করে প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির থেকে তিনি যে রাজনৈতিক পাঠ পেয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছেন। স্বপনবাবু তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন। প্রথম পরামর্শ, সাংবাদিক মুখের সামনে মাইক্রোফন ধরলেই উত্তর দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। দ্বিতীয়, কখন কখন নিজের মতামত প্রকাশ করতে নেই সেটা জানা খুব জরুরি। তৃতীয়, প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত জানাতেই হবে এমন কোনও কথা নেই।

রাজনৈতিক মহলের কটাক্ষ, এই বার্তা আসলে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ। দিলীপের 'মুখ-খোলা' নিয়ে আক্রমণে স্বপনের অস্ত্র লেখনী।স্বপনবাবু এই টুইটে কারও নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর কটাক্ষের লক্ষ্য যে দিলীপবাবু, তা রাজ্য বিজেপি-র নেতারাও বলছেন। কারণ, সাংবাদিকদের সামনে দলের বিষয়ে বেশিরভাগ কথা বলেন রাজ্য সভাপতিই। নিজের চাঁচাছোলা বক্তব্যের জন্য দলে দিলীপবাবুর সুখ্যাতির পাশাপাশি দুর্নামও রয়েছে।

স্বপন দাশগুপ্ত যে তাঁকেই কটাক্ষ করেছেন তা মানছেন দিলীপ ঘোষও। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "দলের কর্মীরা যখন মার খাচ্ছেন তখন টুইটার, ফেসবুকে রাজনীতি করার কোনও মানে হয় না। ঠান্ডা ঘরে বসে ও সব করা যায়। এখন বেশি করে কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো দরকার।"

তাঁর টুইট প্রসঙ্গে স্বপনবাবু বলেন, "আমি কারও নাম লিখিনি। আমার উপলব্ধি এবং যে শিক্ষা প্রয়াত বন্ধু অরুণ জেটলির থেকে পেয়েছি তারই উল্লেখ করেছি। সেটা অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় দিলীপ যতটা খোলামেলা স্বপন ততটাই রক্ষণশীল। শুধু এই বৈপরীত্যই নয়, দলের অন্দরে এই দুই নেতার বিবাদ সর্বজনবিদিত। বিধানসভা নির্বাচনে হুগলির তারকেশ্বর আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন স্বপনবাবু। সেই সময় রাজ্যসভার সদস্য পদ ছেড়ে দিলেও ভোটে পরাজিত হওয়ার পরে ফের রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতাদের পছন্দের স্বপনবাবু। এটা নিয়েও দিলীপ-শিবিরের আপত্তি ছিল। ওই শিবিরের এক নেতার বক্তব্য, "তারকেশ্বরে যে কর্মীরা মার খাচ্ছেন সেখানে স্বপনবাবুকে দেখা যাবে না। তিনি পরিযায়ীর মতো এসেছেন, ভোটে লড়েছেন, চলে গিয়েছেন। ফের রাজ্যসভায় আসন অলঙ্কৃত করছেন। সংগঠন বা সমাজে তাঁর কিছুই অবদান নেই।" প্রসঙ্গত নীলবাড়ির দখল পেলে দলের তাত্ত্বিক নেতা স্বপনবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে এমন জল্পনা ছিল বিজেপি-র মধ্যেই। সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তবে তখন থেকেই দিলীপবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন স্বপনবাবু। এখন সেটাই নতুন করে সামনে এসে গেল। ঘরোয়া কোন্দল থেকে কিছুতেই যেন মুক্তি পাচ্ছে না বিজেপি।

রেল টিকিট জালিয়াতির অভিযোগে ধৃত যুবক

দুর্গাপুর, ২৩ জুন (হি.স.): আসানসোল রেল বিভাগের অধীনে পানাগড় আরপিএফ বুধবার অভিযান চালিয়ে কাঁকসার বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রাজীব রায় গ্রেপ্তার করেছে। আসানসোল রেলওয়ে বিভাগের অধীনে আইআরসিটিসির জাল আইডি বানিয়ে অবৈধভাবে এবং জালিয়াতি করে নকল ই-টিকিটিং ব্যবসা করতেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে কাঁকসার ১১ মাইল থেকে বিজেপি নেতা ও ব্যবসায়ী রাজীব রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অভিযানের পরে উক্ত এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।পানাগড় আরপিএফ পোস্ট পরিদর্শক পিকে দাস জানান, " গোপন তথ্যের পেয়ে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ওই দোকানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধিঙের শিব মন্দিরের পুজারি জড়িত নেশা কারবারে, উদ্ধার বহু গাঁজা

ধিং (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত ধিঙের এক শিব মন্দিরে হানা দিয়ে পুলিশ বিপুল পরিমাণের নেশাদ্রব্য গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সঙ্গে মন্দিরের পুজারিকে আটক করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাত প্রায় ১২টা নাগাদ ধিং থানার পুলিশ ধিং নামডুমডুমিয়া সত্রের ঐতিহ্যমণ্ডি শিবমন্দিরে হানা দেয়। ওই হানায় মন্দিরের পুজারির ঘর থেকে ২০ কিলোগ্রাম ওজনের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নেশা কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে মন্দিরের পুজারি দেবকান্ত নাথকে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের জেরায় পুজারি দেবকান্ত জানান, বৃহৎ পরিমাণের গাঁজাগুলি নগাঁওয়ের জনৈক জেহিরউল নামের ব্যক্তি তাঁকে দিয়েছিল।

সীমান্তের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৩ জুন (হি. স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকা পরিদর্শন করলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি রবি গান্ধি। বুধবার আইজি চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত, স্থলবন্দর এলাকা ঘুরে দেখে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের ৬১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আইজি বলেন, 'সীমান্তের সর্বত্রই বিএসএফের কড়া নজরদারি রয়েছে। যার ব্যতিক্রম নয় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত এলাকাও। চোরাচালান রুখতেও তারা তৎপর রয়েছে।' আইজি এদিন সীমান্ত পরিদর্শনের পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলেন। তাঁদের মনোবল বাড়াতে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। করোনা সচেতনতামূলক বিষয়েও কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি আইজি এদিন বিজিবি কর্তাদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট ফুলের তোড়া তুলে দেন। বিজিবির তরফেও তাঁকে সম্মান জানানো হয়। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের আইজি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরেই তিনি এদিন চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের নিরাপত্তার বিষয়ে খোঁজখবর নিতে আসেন। তাঁর সঙ্গে বিএসএফের অন্যান্য কর্তারাও ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে এদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে বিএসএফের বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও চোখে পড়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আন্তঃরাজ্য যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা এখনই প্রত্যাহার নয়, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী

শিবসাগর (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : আন্তঃরাজ্য যাতাযাতে বলবৎ নিষেধাজ্ঞা এখনই প্রত্যাহার করা হবে না। জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। আজ বুধবার সকালে শিবসাগর জেলার বেশ কয়েকটি কোভিড ভ্যাকসিন সেন্টার পরিদর্শন করতে এখানে এসেছিলেন মন্ত্রী কেশব।শিবসাগরের সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখি বিদ্যালয়, কেঁওরপুরের ভ্যাকসিন সেন্টার পরিদর্শনে এসে কোভিড প্রতিষেধক নিতে আগত মানুষজনের সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে কথা বলেন। এছাড়া ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের কাজকর্ম নিরীক্ষণ করেন মন্ত্রী।

তিনি ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, শোণিতপুর, গোলাঘাট, কাছাড়, এই পাঁচ জেলা ছাড়াও আরও কয়েকটি জেলায় কোভিড সংক্রমণের ঊর্ধগতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই সকল জেলায় সম্পূর্ণ লকডাউন দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কে এখনই কিছু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানান মন্ত্রী।

কোভিড ভ্যাকসিন সেন্টার পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন শিবসাগরের জেলাশাসক বিষ্ণুকমল বরা, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শ্যামন্ত মাধব শর্মা, বিজেপির জেলা সভানেত্রী সুরভি রাজকুঁওরি প্রমুখ।

বাংলাদেশে এক ধাক্কায় দৈনিক সংক্রমণ ৬ হাজারের ঘরে, অব্যাহত মৃত্যুমিছিল

ঢাকা, ২৩ জুন (হি. স.) : কড়া লকডাউন জারি করেও দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসের মৃত্যুমিছিলে সামিল হয়েছেন আরও ৮৫ জন। এক ধাক্কায় দৈনিক সংক্রমণ পৌঁছে গিয়েছে ৬ হাজারের ঘরে। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫ হাজার ৭২৭ জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে করোনা সংক্রান্ত বিশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশের পাঁচশোর বেশি ল্যাবরেটরিতে নতুন করে আরও ২৮ হাজার ২৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় আরও ৫ হাজার ৭২৭ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। নমুনা পরীক্ষার হিসাবে শনাক্তের হার ২০ দশমিক ২৭ শতাংশ। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত দেশে মারণ ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮ লাখ ৬৬ হাজার ৮৭৭ জনে। সেই সঙ্গে করোনার ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৮৫ জন। এ নিয়ে দেশে প্রাণঘাতী ভাইরাসের বলি হলেন ১৩ হাজার ৭৮৭ জন।' দেশে করোনার ভারতীয় প্রজাতি ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হওয়ার পরেই পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আজ যাঁরা কয়লা কেলেংকারি নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁরাই এই সিন্ডিকেটরাজ কায়েম করেছিলেন, অভিযোগ করিমগঞ্জ বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : কয়লা কেলেংকারিকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠছে। শাসক-বিরোধী উভয় দলের নেতা ও বিধায়কগণের একে অপরের প্রতি আরোপ প্রত্যারোপের রাজনীতি বেশ জমে উঠেছে। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নন। কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ইতিমধ্যে কয়লা কেলেংকারির সিবিআই তদন্তের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। এমন-কি কয়লা কেলেংকারি নিয়ে শাসকদলের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান লাই ডিটেক্টরের সামনে বসতেও রাজি আছেন বলে শাসক দলের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন কমলাক্ষ। তাঁর এই চ্যালেঞ্জের এবার মোক্ষম জবাব দিলেন শাসকদলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। "অগর খুদকে ঘর শিষে কী হো, তো দুসরো কে ঘরো পে পত্থর ফেকা নেহি করতে"। বুধবার দলীয় জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক কমলাক্ষকে এই পরামর্শ দেন তিনি।

সাংবাদিক বৈঠকে সুব্রত ভট্টাচার্য জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের কোর্টে পাল্টা বল ঠেলে দিয়ে বলেন, আজ যাঁরা কয়লা সিন্ডিকেট নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, এই সিন্ডিকেটের আমদানি কারা করেছিলেন? জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় ও বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। ২০০১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকা সত্বেও কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাননি কেন কংগ্রেস নেতারা? সুব্রত বলেন, আসলে কংগ্রেসের কাছে কোনও রাজনৈতিক ইস্যু না থাকার দরুন কয়লা নিয়ে চিৎকার করছেন। নীতি আদর্শহীন কংগ্রেস নেতাদের আসল উদ্দেশ্যই হলো ছলে বলে কৌশলে শুধু বিজেপি ও দলীয় নেতা বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কথা বলা।

সুব্রত বলেন, শতাব্দি-প্রাচীন এবং বর্তমানে জাতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক কংগ্রেস শুধু বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করছে। গঠনমূলক কোনও বিরোধিতা আর কংগ্রেসি নেতাদের কাছে অবশিষ্ট নেই বলেও সাংবাদিক বৈঠকে কটাক্ষ করেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য আরও বলেন, অনেক হয়েছে, ধৈর্যেরও একটা সীমা রয়েছে। কয়লা সিন্ডিকেটের আসল রহস্য উদঘাটনে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত একান্ত আবশ্যক। আমরাও চাই, কয়লা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে সিন্ডিকেটে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় ৫৫ বছরের শাসনামলে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এমন একটা দলের নেতাদের অন্যকে দোষারোপ করতে কি সামান্যতম লজ্জা বোধ হয় না? এমন প্রশ্নও উত্থাপন করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, কয়লা সিন্ডিকেট নিয়ে বিজেপি সরকারের প্রথম কার্যকালে করিমগঞ্জ বিজেপির নেতাদের দাবির ভিত্তিতেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এর পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সিআইডি দল করিমগঞ্জে ছুটে এসে তদন্তও করে গিয়েছে। প্রয়োজনে এবার আরও উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। বিজেপি যদি সিন্ডিকেট পরিচালনা করত তা-হলে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের পরাজিত করতে পাথারকান্দি, বদরপুর এবং উত্তর করিমগঞ্জে বিরোধী প্রার্থীদের হাতে কাড়ি কাড়ি অর্থের যোগান কারা দিয়েছিল? এ-সব কথা জেলাবাসীর অজানা নয় বলেও মন্তব্য করেন সুব্রতবাবু।

আজকের সাংবাদিক বৈঠকে মেগা ভ্যাকসিন ক্যাম্প এবং উচ্ছেদ অভিযান নিয়েও বিরোধী মহাজোটকে এক হাত নেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই বিরোধীদের আগ্রাসী ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওঁরা ঝামেলা পাঁকিয়ে উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাইছেন। সরকারি জমিতে উচ্ছেদ অভিযানের পর তাঁদের ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে মরিয়া হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছিল যেন কারোর বাড়ি সরকার জোর করে ভেঙে ফেলেছে। একইভাবে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে সাধারণ জনগণের ভিড় কিংবা ভ্যাকসিন পাননি এমন মানুষকে নিয়ে রাজনীতি, কখনও মেনে নেওয়া যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি রবীন্দ্র দেব, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, জেলা বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক ও দিলীপ দাস, জেলা বিজেপির মুখপাত্র নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি আমিত পাল প্রমুখ।

ড় শ্যাম্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ তিথি উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে পালিত 'বলিদান দিবস', দিল্লিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৩ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনসংঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মহান রাষ্ট্রবাদী নেতা তথা ভারতমাতৃর সুসন্তান ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ তিথি উপলক্ষ্যে আজ সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে বিজেপির অসম প্রদেশের ৩৯টি সাংগঠনিক জেলা, ৩৯৯টি মণ্ডল এবং ২৮ হাজার বুথ সমিতির উদ্যোগে 'বলিদান দিবস' পালিত হয়েছে। অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সকল সাংসদ ও বিধায়ক, প্রদেশ, জেলা সহ মণ্ডল ও বুথ স্তরের বিভিন্ন পদাধিকারীদের পাশাপাশি সকল কার্যকর্তা আজ 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দেওয়া ভারত কেশরী ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়া ভারত কেশরীকে দিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বুধবার বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে অসম প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস নলবাড়ি জেলার টিহু মণ্ডল কার্যালয়ে দলীয় কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে দলের প্রযাত নেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রঞ্জিত দাস বলেন, ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা ও আদর্শ আমাদের সর্বদা পথ প্রদর্শন করে যাবে। তিনি দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাকে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও চিন্তাধারাকে হৃদয়ঙ্গম করার পাশাপাশি সমাজের নবপ্রজন্মের মধ্যে তাঁর মহান দেশপ্রেমের ভাবধারাকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ গুয়াহাটির রুক্মিণীনগরে অবস্থিত টঙরা সত্রে আয়োজিত বলিদান দিবসে উপস্থিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। তিনি বলেন, আজ এই বিশেষ দিনে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানকারী বরেণ্য ব্যক্তিকে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করছি। ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্র নির্মাণে প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মরাজি আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করে যাবে। ড় শর্মা আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'এক দেশ, এক নিশান, এক প্রধান'-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে হাওরাপাড়া ৯ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়তে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শইকিয়া বলেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার খাতিরে ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতো পদ ছেড়ে কেবল নিজের সর্বোচ্চ বলিদান দেওয়াই নয়, দেশের অখণ্ডতার আন্দোলন যাতে দেশব্যাপী আরও ফলপ্রসূ হয় তার জন্য শেষ মহূর্ত পর্যন্ত অহোপুরাষার্থ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এমন একজন ব্যক্তির অনুগামী হয়ে কাজ করাটা আমাদের সৌভাগ্য। এদিকে বিজেপির অসম প্রদেশের সদর কার্যালয় অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে অনুষ্ঠিত বলিদান দিবসের কার্যসূচিতে দলের প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, দলের জোষ্ঠ নেতা প্রদীপ ঠাকুরিয়া, প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা রূপম গোস্বামী, দলের অন্যান্য পদাধিকারী ও কার্যকর্তা ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস যথাযোগ মর্যাদায় বিজেপি কার্য্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ছবি নিজস্ব।

‘নিখোঁজ’ বাবুল সুপ্রিয়র খোঁজে পোস্টার এলাকায়

জামুড়িয়া, ২৩ জুন (হি. স.): ভোটের পর থেকেই নিখোঁজ বাবুল সুপ্রিয়। এই দাবি করে পোস্টার টাঙানো হল এলাকায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরাই পোস্টার টাঙিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বাবুল সুপ্রিয়কে পাশে না পেয়েই হয়ত এমন পোস্টার টাঙিয়েছে বিজেপি-র কেউ।আসানসোলের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় নিখোঁজ।ভোটের পর থেকেই তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই দাবিতেই বর্ধমানের জামুড়িয়া বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় পোস্টার পড়েছে। জামুড়িয়া নাগরিকবৃন্দের নাম করে টাঙানো ওই পোস্টার ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা।

পোস্টারের জন্য অবশ্য স্থানীয় তৃণমূলকে দায়ী করেছে বিজেপি। জামুড়িয়ার বিজেপি নেতা রানা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ’কোন দল রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন করে তা সবাই জানে। এর আগেও বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে এধরনের প্রচার করা হয়ে ছিল।’ পোস্টারের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছে তৃণমূল।জামুড়িয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সাধন রায় অভিযোগ অস্বীকার করে বললেন, ’এই ধরনের কাজ আমরা করি না। যারা পোস্টার লাগিয়েছে, তারা দেখেছে করোনা আবহে ও ইয়াসের সময় কোনও প্রয়োজনেই বাবুল সুপ্রিয়কে দেখা যায়নি। ৭ বছর সাংসদ হয়েছেন তিনি, কিন্তু কোনও সময় মানুষের জন্য সেবা করতে দেখা যায়নি তাঁকে।’

অন্যদিকে, ভোটের আগে ঘাসফুল থেকে পদ্মশিবিরে যোগ দেওয়া বিজেপি নেতা তথা পাঁশকুড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুকুমার ভুঁইয়ার বিরুদ্ধেও পোস্টার পড়েছে পাঁশকুড়ায়। তাঁকে ঘুষখোর বলে পোস্টার টাঙানো হল। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার নাম করে, টাকা নেওয়ার পাশাপাশি, আমফানের ত্রাণের চাল ও ত্রিপল চুরির অভিযোগও তোলা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরামে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারের প্রাদুর্ভাব, ৭২৪৩টি শূকরের মৃত্যু

আইজল, ২৩ জুন (হি.স.) : আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে মিজোরামে ৭,২৪৩টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে। এখন পর্যন্ত মিজোরামে ৯টি জেলায় ১১২টি গ্রামে ওই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সূত্রের দাবি, ২২ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১১৩টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই রোগ ২০২০ সালে প্রথম অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় এবং মণিপুরে প্রাদুর্ভাব ছড়িয়েছিল। এদিকে, মিজোরামে আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার নিশ্চিত হতেই রাজ্য সরকার প্রত্যেক জেলার জন্য রেপিড রেসপন্স টিম গঠন করেছে। মুখ্যসচিবের হস্তক্ষেপে শূকরের নমুনা পরীক্ষার পর ভোপালের ল্যাব আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার নিশ্চিত করেছে। তৎক্ষণাৎ মিজোরামের প্রাণীসম্পদ দফতর লুংসেনকে সংক্রমিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে।

মিজোরামে ১০৩ জন কয়েদি করোনায় আক্রান্ত

আইজল, ২৩ জুন (হি.স.) : কারাগারে বন্দি ১০৩ জন কয়েদির দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। মিজোরামে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৪৩০ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ওই কয়েদিরাও রয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই কারাগারে একসাথেই থাকেন। তাঁদের বয়স ২২ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে বলে কারাগার সুত্রে জানা গেছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় কারাগারের দুই কর্মীর দেহেও করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, নতুন করে চিহ্নিত ৪৩০ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৭৩ জন নাবালক এবং ছয় জন নিরাপত্তা কর্মী রয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮,৪০৯ জন। ওই আধিকারিকের কথায়, নতুন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে নয় জনের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে। তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন খুঁজে বের করে বাকি ৪২১ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ৩,৯৭৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে নতুন আক্রান্তদের পাওয়া গেছে। তাতে সংক্রমণের হার ১০.৮২ শতাংশ হয়েছে।

মিজোরামে বর্তমানে ৪,৪২৪ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন। এছাড়া ৮৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন। রাজ্যে সুস্থতার হার বর্তমানে ৭৫.৫০ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ০.৪৬ শতাংশ। অবশ্য, এখন পর্যন্ত ১৩,৯০০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন।

অতিমারিতে রোগ প্রতিরোধ ও পুষ্টির জন্য অনবদ্য অ্যামওয়ের চেরিপ্লাস

আগরতলা, ২১ জুন।। দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি, অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া আজ দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত মানুষের জন্য নিউট্রিলাইট ভিটামিন সি চেরি প্লাস বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছে যা এক্সটেন্ডেড-রিলিজ টেকনোলজির উপযোগিতা প্রদান করবে। এর সাথে, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা ব্যক্তিদের বিশেষ পরিপূরক খাদ্য পুষ্টি হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আসার মাধ্যমে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া তাদের পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধ সহায়ক পণ্যসম্ভার আরও মজবুত করছে। নিউট্রিলাইট ভিটামিন সি চেরি প্লাস ৮ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে দেহে একটানা ভিটামিট সি মুক্ত করে, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সারা দিন সহায়তা দিতে পারে।

এই বিভাগ সম্পর্কে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিইও শ্রী অংশু বুধরাজা বলেন, “আজ এই অতিমারীর সাথে লড়াই করার জন্য আমরা নিজেদের পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধগত চাহিদাকে আবার গুরুত্ব দিচ্ছি এবং তার পাশাপাশি জীবনযাত্রাতেও পরিবর্তন আনছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, স্বাস্থ্য সচেতন ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে প্রতিরক্ষামূলক ও স্মার্ট স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছেন। এই বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সঙ্কটের ফলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত পরিপূরক খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী হিসাবে পরিচিত ভিটামিন সি হল এগুলির অন্যতম।

এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও শ্রী অজয় খান্না আরও জানান,“সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২০ সালে ৫০ শতাংশ ক্রেতা নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছেন বলে জানা গেছেএবং এই প্রবণতা আরও বেশ কিছু সময় থাকবে। ভিটামিন সি তার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ধর্মের সাথে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্যও পরিচিত। নিউট্রিলাইটের নতুন ভিটামিন সি চেরি প্লাস ৮ ঘণ্টা ধরে দেহে আস্তে আস্তে ও একটানা ভিটামিন সি মুক্ত করে, কারণ সারা দিন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করতে এবং ভিটামিন সির আরও উপযোগী ব্যবহারের জন্য এটিকে এক্সটেন্ডেড স্মার্ট হেলথকেয়ার-রিলিজ টেকনোলজির সাথে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রোডাক্টটি ভিটামিন সির উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন অ্যাসেরোলা চেরিজ, থেকে প্রস্তুত হয়েছে যা প্রকৃতির মধ্যে সবথেকে বেশী ঘনত্বের ভিটামিন সি, যা চাষ হয় আমাদের ব্রাজিলের অর্গ্যানিক ফার্মে। এই প্রোডাক্ট সেই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রস্তুত হয়েছে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল।”

ভিটামিন সির উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন অ্যাসেরোলা চেরিজ, থেকে প্রস্তুত হয়েছে যা প্রকৃতির মধ্যে সবথেকে বেশী ঘনত্বের ভিটামিন সি, যা চাষ হয় অ্যামওয়ের ব্রাজিলের অর্গ্যানিক ফার্মেউ প্রতিদিন একটি নিউট্রিলাইট ভিটামিন সি চেরি প্লাস ট্যাবলেট নিলে ৯টি কমলালেবু বা ৮টি লেবুর সমান ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আরও জানতে কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুনwww.amway.in.

গণপ্রহারে তিন যুবকের মৃত্যু, পুলিশ মহানির্দেশকের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি কৈলাসহর কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস। সম্প্রতি কল্যাণ পুর থানা এলাকায় তিন যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস।

বুধবার দুপুরে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার রতিরঞ্জন দেবনাথের মাধ্যমে রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি সংক্রান্ত বিষয়টি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের নজরে আনা হয়। কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি ঊনকোটি জেলার জেলা পুলিশ সুপারের হাতে তুলে দেয়। ডেপুটেশন প্রদানের আগে কর্মীসমর্থকরা গৌরনগর বাজারে অবস্থিত কংগ্রেস অফিস থেকে কংগ্রেস মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।মিছিল এবং বিক্ষোভে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, আশীষ সেনগুপ্ত, রুনু মিঞা সহ অন্যান্যরা। বিক্ষোভ শেষে তিনজনের এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়। মূলত গত কুড়ি জুন কল্যানপুর থানাধীন আশারাম কুবরাপাড়া এলাকায় নিরপরাধ তিন যুবককে গনপ্রহারে মেরে ফেলার প্রতিবাদে এবং গনপ্রহারে যুক্ত ব্যাক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোরতম শাস্তি প্রদান সহ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতেই ডেপুটেশন প্রদান করে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস। ডেপুটেশন শেষে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের কোনো শাসন নেই। এভাবে প্রকাশ্যে নিরপরাধ তিন যুবককে গনপ্রহারে মেরে ফেলার পরও রাজ্যের পুলিশের কোনো ভূমিকা নেই কিংবা রাজ্য সরকারের তরফে আজ অব্দি কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন যে, দেশের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালের জুলাই মাসে সারা দেশে গণপিটুনি প্রতিরোধে দেশের প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারগুলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছিল। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আজ অব্দি কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। যার ফলে ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত বিচার বহির্ভুত অপরাধ বেড়েই চলছে। বদরুজ্জামান হুশিয়ারি দিয়ে জানান, সরকার যদি খুব শীঘ্রই প্রকৃত দুস্কৃতিকারীদের গ্রেফতার না করে তাহলে ঊনকোটি জেলায় কংগ্রেস বৃহওর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

ব্রিটিশ নৌসেনার জাহাজে বোমা নিক্ষেপ রুশ নৌসেনার

মস্কো, ২৩ জুন(হি.স.) : ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে লক্ষ্য করে পর পর চারটে বোমা নিক্ষেপ করল রুশ নৌসেনা। বুধবার কৃষ্ণসাগরে (ব্ল্যাক সি) রুশ নৌসেনার বিমান এসইউ-২৪ থেকে বোমা ছোড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বিবৃতি উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, কৃষ্ণসাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করেছে ব্রিটিশ নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ। নৌসেনাকে বার বার সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু তারা শোনেনি বলে দাবি রাশিয়ার। তার পরই সেই জাহাজ লক্ষ্য করে টহলদারি নৌবাহিনীর বিমান থেকে বোমা ছোড়ে রাশিয়া।

প্রচুর নেশা

● প্রথম পাতার পর

১২টা থেকে ২-টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তিনটি নীল রঙের ড্রামে মোট ৭৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। যার বাজারজাত মূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা বলে দাবি পুলিশের। গাঁজা উদ্ধারের পাশাপাশি দীপঙ্কর দেবনাথকেও আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বেকারদের

● প্রথম পাতার পব

অবশেষে বেকার যুবকরা মহকুমা শাসকের ব্যাবহারে মর্মাহত হয়ে শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রনব সরকারের নিকট আবেদন পত্র টি জমাদেন। এই বিষয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রনব সরকার জানান এই বিষয়ে তিনি উনার উর্ধতর কতৃপক্ষের নিকট জানাবেন। পরবর্তী সময় উনার উর্ধতর কর্তীপক্ষের নিকট থেকে যে আদেশ আসবে সে আদেশ অনুশারে কাজ করাহবে। এখন দেখার বিষয় এই বিষয়ে শিক্ষাদপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

দাবি।

তাঁদের বক্তব্য, গতকাল আনুমানিক রাত তিনটা নাগাদ বাড়ির পাশেই একটি গাছে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন গৌতম। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য, করোনা আক্রান্ত হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছিলেন। তাঁর সাথে আচরণ সঠিক হচ্ছিল না। এমনিতেই তিনি মানসিক অবসাদগ্রস্থ ছিলেন। তার মধ্যে পরিবারের সদস্যদের আচরণ তাঁকে চরম পরিণতির জন্য বাধ্য করেছে। পুলিশ অবশ্য একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

দায়িত্ব

● প্রথম পাতার পর

বিধিনিষেধ অমান্য করে শান্তির বাজারে প্রায় কয়টি যানবাহনে যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে যান চালকরা। আজকে ফাইনের চিত্রের মধ্যে দেখাগেলো যাত্রুবাহী বাসে এক অসেচন ব্যক্তিকে ফাইন করতেগেলে ডি সি এম সপ্তপর্নী মজুমদারকে গালী গালাজ শুরু করে ঐ ব্যক্তি। এইনিয়ে ডি সি এম সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে উনাদের অসুবিধার কথা সংবাদমাধ্যেমের সামনে তুলে ধরেন। তিনি জানান বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে লোকজনদের রক্ষনার্থে উনারা কাজ করেযাচ্ছেন।

দুস্কৃতিকারীর

● প্রথম পাতার পর

ঢলে পরেন।অজ্ঞান হয়ে পরে।

জল ঢালার পর স্বাভাবিক হয়।পরবর্তী সময়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত আশা কর্মীকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে আড়ালিয়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমপিডব্লিও বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্কে গিয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই তালবাহানায় দীর্ঘ অনেকমাস রেগার মজুরী থেকে বঞ্চীত এলাকাবাসী এমনটাই অভিযোগ। এই তালবাহানায় অবশেষে ধৈর্য্যহারা হয়ে বুধবার ভিলেজ কার্যালয় ঘেরাও করলো এলাকাবাসী। এই বিষয়ে ভিলেজ কার্যালয়ের সেক্রেটারির নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেননা। এখন দেখার বিষয় এই করোনা মহামারির মধ্যে রেগার শ্রমিকদের নায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হন। হয়রানির শিকার হচ্ছেন বহি রাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী লরি চালকরা। লরিচালকদের উপর মর্জি মাফিক ফাইন কাটা হচ্ছে বলেও চালকদের অভিযোগ। চালকরা অভিযোগ করে বলে আগামী দিনে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আসবেনা।

এদিকে স্থানীয় জনগণ রুজ তাদের ছোট গাড়ি টমটম ও বাইক নিয়ে বিভিন্ন পণ্যবাহী গাড়ির পেছনে পেছনে চুরাইবাড়ি গেইট পার হতে ৩/৪ ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আজ সকাল ছয়টা থেকে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে স্থানীয় জনগণ সহ টমটম ও বাইক চালকেরা। তাদের দাবি, চেকপোস্টের ভেতর দিকে যেতে হলে তাদের দীর্ঘক্ষন লেগে যায়। তাছাড়া করোনাকালীন কারফিউ চলার ক্ষেত্রে ২ টার পর সকল কিছু বন্ধ হয়ে পড়ে। সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১১ টা পর্যন্ত যদি ছোট যান চালক সহ টমটম চালকেদের লাইনে কাটিয়ে দিতে হয়।তাহলে তারা কিভাবে তাদের টমটম ও যাত্রীবাহী ছোটগাড়ি চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করবে।

তার সুরাহা চেয়ে আজ রাস্তা অবরোধের সামিল হয় স্থানীয় জনগণ।অবরোধকারীদের আরো অভিযোগ, বিগত ৯ জুনের পর থেকে তাদের এই সমস্যা সৃষ্টি হলে উনারা স্থানীয় থানা সহ পুলিশ সুপার ও ডিএম এর নিকট লিখিতভাবে তাদের সমস্যা অবগত করেছেন, বলেও তাদের অভিযোগ। কিন্তু তাতেও তাদের সমস্যা নিরসন হয়নি। অবরোধকারীরা অভিযোগ করে আরো বলেন, ৮ নং সড়কের উপর দিয়ে সীমান্তের স্থানীয় জনগণ যাতায়াত করতে গেলে কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানদের অকথ্য ভাষায় কথা সহ অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। টমটম বা ছোট গাড়িতে কোন রোগী থাকলে টিএস আর জওয়ানদের বক্তব্য থাকে, ’রোগী মরলে মরুক মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ মানতেই লাগবে’।

তাই স্থানীয় জনগণ থেকে শুরু করে টমটম ও বাইক চালকেরা স্থায়ী সমাধানের দাবিতে পথ অবরোধের শামিল হল। তাদের অবরোধের ফলে রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাত্রীবাহী পণ্যবাহী ও খালি গাড়ির দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়।যাত্রী দুর্ভোগও দেখা দেয় চরমে। অবশেষে টানা ৪ ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ থাকার পর চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পথ অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, সীমান্ত এলাকার স্থায়ী জনগণ চলাচল ও তাদের টমটম, বাইক ও ছোট গাড়ি নিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে জটিলতা না থাকে তার সুবন্দোবস্ত করা হবে। পাশাপাশি স্থানীয়রা নিজের ভোটার আইডি নিয়ে চলাচলের পরামর্শ দেন ওসি জয়ন্ত দাস। ওসির আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ অবরোধকারী জনগণ, টমটম ও বাইক চালকেরা তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করলেও উনারা স্থায়ী সমাধানের চাইছেন। স্থায়ী সমাধান না হলে চুরাইবাড়ি এলাকার জনগণ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও জানান।

একটি প্রাণ

● আটের পাতার পর

চলতে থাকায় অবশেষে দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদের জেরে গতকাল ২২ জুন আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় গোপাল শুক্লদাস নামে বছর ৩৩ এর যুবক। এমন সামাজিক অবক্ষয়ের জেরে গোপালের আত্মহননের খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মহাপ্রয়াণ

● প্রথম পাতার পর

এদিন বিকেলে মেলাঘর আশ্রমে গিয়ে পাগলি মাসিকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আশ্রম থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের স্বয়ংসিদ্ধা পাগলি মাসিকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে মেলাঘরে উপস্থিত হয়েছি। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এমন০কি বহির্দেশ থেকেও তাঁর কাছে বহু ভক্ত আসতেন। তাঁর থেকে অনুভূতি নিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের জীবনশৈলী নির্মাণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৮৩ সালে যখন ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তখন মেলাঘরের দক্ষিণ বাজারে মানুষ তাঁকে আবির্ভূত হতে দেখেছেন। পাগলি মাসির মহান জীবনকালে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা অনেকাংশে প্রমাণিত করে তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি ছিল। তিনি বলেন, পাগলি মাসির তিরোধানে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। রাজ্য, দেশ ও দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগণিত ভক্তদের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। রাজ্যের মানুষের উপর তাঁর আশীর্বাদ চিরকাল বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা করি।

এদিন পাগলি মাসিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মেলাঘর ছুটে যান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও। তিনি বলেন, পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেলেন আমাদের সকলের পরম পূজনীয়া পাগলি মাসি। স্বয়ংসিদ্ধা পাগলি মাসির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। বেদনার এই চরম মুহূর্তে আমি সকল ভক্তবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এক ফেসবুক বার্তায় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, মেলাঘরের পাগলি মাসির তিরোধানে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আপনার আশীর্বাদ যেন সবাইকে সমৃদ্ধি প্রদান করে।

ফেসবুক বার্তায় বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, পৃথিবীর মায়া ছেড়ে পরমাত্মায় বিলীন হয়ে গেলেন আমাদের সকলের পরম পূজনীয়া পাগলি মাসি। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন স্বয়ংসিদ্ধা পাগলি মাসির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর প্রয়াণে আধ্যাত্মিক জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। বেদনার এই চরম মুহূর্তে আমি সকল ভক্তবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রজাতি

● প্রথম পাতার পর

কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫১১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৩৯.৫৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯,০১,০৫৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৯,৫৯,৭৩,১৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,০১,০৫৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজার ৮৪৮ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৯,৩২৭ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৪৩, ১৯৪ জন (২.১৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৮ হাজার ৮১৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯০,৬৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩৫৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৮৯,৯৪,৮৫৫ জন (৯৬.৫৬ শতাংশ)।

ফের বাড়ল

● প্রথম পাতার পর

২৪ ঘন্টায় মোট ৩৯৫ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৩৪ শতাংশ।

তবে, স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৪৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩,৫০২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬৩, ১৪০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৮,৯১৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৩.৪০ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৪ শতাংশ। নতুন করে ২ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৫৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৮৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪০ জন, গোমতি জেলায় ৪৯ জন, ধলাই জেলায় ৪৩ জন, সিপাহুজলা জেলায় ২২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ২০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

াঙ্গন

ফের টেস্টে বিশ্বের সেরা অল-রাউন্ডারের শিরোপা জাদেজার, স্বীকৃতি আইসিসি'র

দুবাই, ২৩ জুন(হি.স.) : সাড়ে ৩ বছর বাদে ফের আইসিসি টেস্ট ক্রমতালিকার শীর্ষে উঠে এলেন রবীন্দ্র জাদেজা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক জ্যাসন হোল্ডারকে সরিয়ে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের শীর্ষস্থান দখল করলেন ভারতীয় এই ক্রিকেটার। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের পর এই প্রথমবার টেস্ট ক্রমতালিকার শীর্ষে উঠলেন তিনি। ব্যাটিং, বোলিং হোক বা ফিল্ডিং। এই মুহূর্তে সব দিক থেকেই বিশ্বের অন্যতম সেরাদের মধ্যে পড়েন জাদেজা। একটা সময় টেস্ট ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ে সমস্যায় পড়লেও গত দু-আড়াই বছরে ব্যাট হাতেও অভাবনীয় পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। ফলশ্রুতি হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্বসেরা অল-রাউন্ডারের শিরোপা পেলেন রবীন্দ্র জাদেজা। এই মুহূর্তে তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩৮৬। এর আগে আইসিসি টেস্ট তালিকায় শীর্ষে ছিলেন হোল্ডার। তবে, সর্বশেষ তালিকায় ২৮ রেটিং পয়েন্ট খুইয়ে তিনি এখন রয়েছেন ৩৮৪ পয়েন্টে। অলরাউন্ডারদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৩৫৩।

অন্যদিকে, ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখনও আইসিসির প্রথম দশে রয়েছেন তিনজন ভারতীয়। অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৮১৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। ঋষভ পন্থ রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৪৭। একই সংখ্যক রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রোহিত শর্মা রয়েছেন সপ্তম স্থানে। ব্যাটসম্যানদের তালিকায় আপাতত শীর্ষে স্টিভ স্মিথ। তাঁর সংগ্রহ ৮৮৬ রেটিং পয়েন্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছেন কেন উইলিয়ামসন এবং লাবুশেন। ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম দশ থেকে বাদ পড়েছেন পাকিস্তানের বাবর আজম। তাঁর জায়গায় এসেছেন কুইন্টন ডি'কক। বোলারদের তালিকাতও শীর্ষে এক অজি তারকা। তিনি প্যাট কামিন্স। প্রথম দশের একমাত্র ভারতীয় বোলার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ৮৫৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে।

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে শীর্ষ বাছাই ভিনেশ ফোগাট, দ্বিতীয় বাছাই বজরং ও দীপক পুনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন(হি.স.) : অলিম্পিক্সে বরাবরই পদকের জন্য কুস্তিগিরদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে ভারতকে। বেশ কিছু অলিম্পিক্সে একাধিক পদক জিতেছেন ভারতীয়রা। এবারও ভারতের কুস্তিগিরদের কাছ থেকে সেই প্রত্যাশা রয়েছে। ৫৩ কেজি মহিলাদের বিভাগে শীর্ষ বাছাই হয়েছেন ভিনেশ ফোগাট। তবে শুধু তিনিই নন বাছাই নির্বাচিত হয়েছেন বজরং পুনিয়া, দীপক পুনিয়া ও রবি কুমার।

এই বছরে সব কটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন ভিনেশ। সেই কারণেই এক নম্বর বাছাই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এই ভারতীয় কুস্তিগির।

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ৬৫ কেজি পুরুষদের বিভাগে বজরং ও ৮৬ কেজি বিভাগে দীপক দুজনেই দ্বিতীয় বাছাই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে প্রথম বাছাই রাশিয়ার রাশিডভ গাডঝিমুরাড। ৫৭ কেজি বিভাগে প্রথম বাছাই সার্বিয়ার স্টিভেন মিচরিচ। ৮৬ কেজি বিভাগে শীর্ষ বাছাই ইরানের ইয়াজ দানিচারাতি।

ইউরোর 'ই' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে স্লোভাকিয়ার মুখোমুখি স্পেন

লা কার্তুহা, ২৩ জুন(হি.স.) : সেভিয়ার লা কার্তুহায় ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে 'ই' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে বুধবার রাত স্লোভাকিয়ার মুখোমুখি হবে স্পেন। প্রথম ম্যাচে সুইডেনের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পারেনি প্রতিযোগিতাটির তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয় ম্যাচ। পরের ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে অনেকটা সময় এগিয়ে থেকেও ১-১ ড্র করে এনরিকের দল। গ্রুপে স্পেনের অবস্থান এখন তিনে। শীর্ষ দুইয়ে থেকে নকআউট পর্বে যেতে তাদের সামনে জয়ের বিকল্প নেই। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্লোভাকিয়ার শুধু হার এড়ালেই চলবে। দলের কোচ জানিয়েছেন, "স্লোভাকিয়া রক্ষণাত্মক খেলবে, ড্র-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তাই আশা করি, দ্রুত আমরা যেন গোল করতে পারি। কারণ ম্যাচটি কঠিন হবে। আমরা মানসিক দিক থেকে ভালো অবস্থায় আছি এবং ম্যাচের জন্য প্রস্তুত।" প্রথম ম্যাচ থেকে এবারে একাদশে শুধু একটি পরিবর্তন আনেন স্পেন কোচ। ফেররান তরেসের জায়গায় খেলায় জেরার্ড মরেনোকে। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন ভিয়ারিয়ালের এই ফরোয়ার্ড। তবে স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে এনরিকে ছয়টি পরিবর্তন আনতে পারেন বলে খবর। যদিও পরিবর্তনের বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি বার্সেলোনার প্রাক্তন এই কোচ।

মদ্রিচের নৈপুণ্য গোলে শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়া

গ্লাসগো, ২৩ জুন(হি.স.) : গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্কে ইউরো কাপের 'ডি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ৩-১ গোলে জিতেছে ক্রোয়েশিয়া। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে চেক রিপাবলিককে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে পা রেখেছে ইংল্যান্ড।

ক্রোয়েশিয়া ও চেক রিপাবলিকের সমান ৪ পয়েন্ট করে। গোল ব্যবধান ও মুখোমুখি লড়াইয়েও দুই দল সমান। তবে গোল বেশি করায় দ্বিতীয় হয়েছে ক্রোয়েশিয়া। ছয় গ্রুপের তৃতীয় স্থান পাওয়া দলগুলোর সেরা চারটির একটি হয়ে শেষ ষোলোয় চেক রিপাবলিক।

ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য করে ক্রোয়েশিয়া। ৬৬ শতাংশ সময় বল দখলে রাখা দলটির গোলের উদ্দেশে নেওয়া ১১ শটের ৬টি ছিল লক্ষ্যে। স্কটল্যান্ডের ১১ শটের ৩টি লক্ষ্যে ছিল।

ষষ্ঠ মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান স্কটল্যান্ডের চে অ্যাডামস। কিন্তু সতীর্থের ক্রসে দূরের পোস্টে পা ছোঁয়াতে পারেননি সাউথ্যাম্পটনের এই ফরোয়ার্ড। তিন মিনিট পর প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে তার জোরালো শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ক্রোয়েশিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে ইউরোতে গোল করলেন মদ্রিচ (৩৫ বছর ২৮৬ দিন)। প্রতিযোগিতাটিতে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও তিনি, ২০০৮ আসরে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জালের দেখা পেয়েছিলেন ২২ বছর ৭৩ দিন বয়সে)। ৭৭তম মিনিটে পরের গোলেও অবদান রাখেন মদ্রিচ। তার কর্নারে লাফিয়ে পেরিসিচের নেওয়া হেড পোস্টে লেগে জালে জড়ায়। শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রেখে উৎসবে মাতে গত বিশ্বকাপের রানার্সআপরা।

স্টার্লিংয়ের গোলে গ্রুপ সেরা ইংল্যান্ড

লন্ডন, ২৩ জুন(হি.স.) : লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে 'ডি' গ্রুপের শেষ রাউন্ডের ম্যাচে ১-০ গোলে জিতল ইংল্যান্ড। এই জয়ে শেষ ষোলোয় পা রাখল গ্যারেথ সাউথগেটের দল।

বাছাইপর্বে দুই বছর আগে এই মাঠেই চেক রিপাবলিককে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিতে হ্যাটট্রিক করেছিলেন রাহিম স্টার্লিং। এবারও জয়ের নায়ক তিনিই। তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ইংলিশদের পয়েন্ট ৭। একই সময়ে শুরু অন্য ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে ক্রোয়েশিয়া। শীর্ষে থেকে শেষ রাউন্ডে খেলতে নামা চেক রিপাবলিক চারটি সেরা তৃতীয় দলের একটি হয়ে খেলবে পরের রাউন্ডে। তাদের পয়েন্টও ক্রোয়েশিয়ার সমান ৪। মুখোমুখি লড়াই ও গোল ব্যবধানে এই দুই দল সমতায় থাকায় বেশি গোল করার সুবাদে দ্বিতীয় ক্রোয়াটরা। আর ১ পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে গেল স্কটল্যান্ড।

অপেক্ষা এবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে। আগামী মঙ্গলবার 'এফ' গ্রুপের রানার্স আপের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। চেক রিপাবলিকের প্রতিপক্ষও এখন ঠিক হয়নি।

অলিম্পিক দিবস স্মরণ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : বুধবার 'অলিম্পিক দিবস' উপলক্ষে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার, অরূপ বৈদ্য, ক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, প্রখ্যাত দাবা খেলোয়াড় দিব্যেন্দু বড়ুয়া ও বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জী। অরূপবাবু আগামী জুলাই মাসে টোকিও অলিম্পিক-এ ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্য কামনা করেন। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ২৩ জুন পালিত হয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স দিবস। উদ্দেশ্য, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যের উদযাপন। ১৮৯৪ সালের আজকের দিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটি। দিন উদযাপনের লক্ষ্য হল জনমানসে ক্রীড়ার প্রচার ও ক্রীড়াকে জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে যুক্ত করার বার্তা দেওয়া। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ইউরো খেলেই অবসর নিলেন উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার ফুটবলার

উত্তর ম্যাসিডোনিয়া, ২৩ জুন(হি.স.) : ইউরো খেলেই অবসর নিলেন উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার ফুটবলার গোরান পান্ডেভ। তাঁর এখন বয়স ৩৭ বছর। ২০১৪ সালে অবসর নিলেও ফিরে আসেন প্রশিক্ষক ইগর অ্যাঞ্জেলোভস্কির কথায়, ইউরো খেলার স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করে, ইউরোর মঞ্চে গোল করে, দেশের পতাকা আরও কিছুটা উঁচু করে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নিলেন পান্ডেভ।

ইউরোপের সেই ছোট দেশের ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জন ছাড়াও কৃতিত্ব রয়েছে জার্মানিকে হারিয়ে দেওয়ার। প্রথম বার ইউরো খেলতে আসা ম্যাসিডোনিয়ার ভরসা ছিল স্বপ্ন, জেদ এবং পান্ডেভ। দেশের হয়ে ১২২টি ম্যাচ খেলে অবসর নিলেন তিনি। ৩৮টি গোল করে দেশের সর্বাধিক গোলের মালিকও তিনিই। ইউরো কাপে গ্রুপ সি-তে চতুর্থ স্থানে শেষ করে উত্তর ম্যাসিডোনিয়া। কোনও পয়েন্ট না পেলেও এ বারের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের প্রাপ্য দুটো গোল। তার মধ্যে প্রথমটি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে করেছিলেন পান্ডেভই। দেশের আগামী প্রজন্মকে একরাশ স্বপ্ন দেখিয়ে বিদায় নিলেন পান্ডেভ। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা পাওয়া ম্যাসিডোনিয়া (বর্তমান নাম উত্তর ম্যাসিডোনিয়া) ২০১৬ সালে ফিফা ক্রমতালিকায় ছিল ১৬২ নম্বরে। ভারতের থেকে ২৭ ধাপ পিছনে ছিল। ইউরো কাপ শুরুর আগে তারা উঠে আসে ৬২ নম্বরে। এই স্বপ্নের দৌড়ের দায়িত্ব ছিল বুড়ো ঘোড়া পান্ডেভের ওপর।

কোপার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মুখোমুখি ব্রাজিল ও কলম্বিয়া, জিতলে শেষ আটে ব্রাজিল

ব্রাসিলিয়া, ২৩ জুন(হি.স.) : কোপা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ব্রাজিল ও কলম্বিয়া। এই ম্যাচ জিতলেই শেষ আটে পৌঁছে যাবে ব্রাজিল। পেরু ও ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে এবারের কোপার আসরে অভিযান শুরু করেছে নেইমাররা। কিন্তু অন্যদিকে কোপার শুরুটা ভালোই করেছিল কলম্বিয়া। ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করলেও। এরপরই হয় ছন্দপতন। দ্বিতীয় ম্যাচে ভেনেজুয়েলার সাথে ড্র করার পর তৃতীয় ম্যাচে পেরুর কাছে হার মানতে হয়েছে তাদের।

এবার তাদের সামনে কোপা আমেরিকার সবথেকে ফেভারিট ব্রাজিল। কোচ তিতের দলের মূল স্তম্ভ নেইমার ছন্দে রয়েছে। নিজে গোল করা ছাড়াও, সতীর্থদের গোল করাতে তিনি সদাতৎপর। অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কিছুটা এগিয়ে ব্রাজিল।

এর আগে কোপা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ব্রাজিল ও কলম্বিয়া। এই ম্যাচ জিতলেই শেষ আটের টিকিট জোগাড় করে ফেলবে ব্রাজিল। পেরু ও ভেনেজুয়েলাকে হারিয়ে এবারের কোপার আসরে অভিযানটা দারুন করেছে নেইমাররা। কিন্তু অন্যদিকে কোপার শুরুটা ভালোই করেছিল কলম্বিয়া। ইকুয়েডরকে ১-০ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করলেও। এরপরই হয় ছন্দপতন। দ্বিতীয় ম্যাচে ভেনেজুয়েলার সাথে ড্র করার পর তৃতীয় ম্যাচে পেরুর কাছে হার মানতে হয়েছে তাদের।

এবার তাদের সামনে এবারের কোপা আমেরিকার সবথেকে ফেভারিট ব্রাজিল। যারা ইতিমধ্যেই ছন্দে রয়েছে। তিতের দলের মূল স্তম্ভ নেইমার ছন্দে রয়েছে। যা অনেকটা আত্মবিশ্বাস জোগাবে ব্রাজিলকে। নিজে গোল করা ছাড়াও, সতীর্থদের ডিউই গোল করাতে তিনি সদাতৎপর। অতীতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কিছুটা এগিয়ে ব্রাজিল।

এর আগে দুই দল ৩২ বার মুখোমুখি হয়েছে। যার মধ্যে ১৯বার জিতেছে ব্রাজিল। তিনবার জিতেছে কলম্বিয়া। ১০টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। সর্বশেষ চার ম্যাচের দিকে নজর রাখলে দেখা হবে ২টিতে জয় পেয়েছে ব্রাজিল। আর বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। এই মুহূর্তে দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে "বি" গ্রুপের শীর্ষে আছে ব্রাজিল। চার পয়েন্ট পাওয়া কলম্বিয়ার অবস্থান পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে। দুই ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে পেরু। দুই এবং এক পয়েন্ট নিয়ে এর পরের স্থান দুটিতে আছে যথাক্রমে ভেনেজুয়েলা এবং ইকুয়েডর।

সাদাম্পটনে ভারতকে ম্যাচে ফেরালেন অশ্বিন

সাউদাম্পটন, ২৩ জুন(হি.স.) : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের রিজার্ভ ডে'তে রীতিমতো চাপের মুখে ভারত। কিউয়ি পেসারদের দাদাগিরিতে দ্বিতীয় ইনিংসেও একপ্রকার কুপোকাত ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। বোল্ট, জেমিসন, সাউদি ত্রয়ীর সামনে মাত্র ১৭০ রানে শেষ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। যার জেরে টিম ইন্ডিয়াকে এখন লড়তে হচ্ছে ম্যাচ বাঁচানোর জন্য। প্রথম ইনিংসে ভারতের ২১৭ রানের জবাবে কিউয়িরা যে ৩২ রানের লিড পেয়েছিল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ম্যাচের শেষদিকে। তবে ফাইনালে থাবা বসিয়েছে বৃষ্টি। যে কারণে প্রথম দিনের খেলা পরিত্যক্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন খেলা শুরু হলেও বৃষ্টি ও কম আলোর জন্য মাত্র ৬৪.৪ ওভার খেলা হয়। তৃতীয় দিনও বৃষ্টিতে বন্ধ হয়েছে ম্যাচ। আর চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য ম্যাচ শুরুই করা যায়নি। ভারতীয় দল প্রথম ব্যাটিং করে ২১৭ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ছিল ১০১/২। মঙ্গলবার, ম্যাচের পঞ্চম দিনও বাধ সেধেছে বৃষ্টি। তবে আপাতত খেলা শুরু হয়েছে। ম্যাচে ফয়সালা হয় কি না, সেটাই এখন দেখার। এর আগে বেশিক্ষণ টানতে পারেনি ভারত। ১৭০ রানেই গুটিয়ে গেল ভারত। চতুর্থ ইনিংসে ১৩৯ রান করলেই ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতবে নিউজিল্যান্ডকে। বাকি রয়েছে দেড় খান সেশন। সিমিং পিচে একা লড়লেন ঋষভ পন্থ (৪১)। বাকিরা আয়ারাম গয়ারাম। গতকাল দিনের শেষে ৬৪/২ ছিল ভারত। স্কোরবোর্ডে আর ১০৬ রান যোগ করার ফাঁকেই ষষ্ঠ দিন রিজার্ভ ডে-তে বাকি ৮ উইকেট হারাল ভারত। কিউয়ি পেসারদের মধ্যে উইকেট পেলেন প্রত্যেকেই। কোহলি এবং পূজারাকে হারিয়ে দিনের শুরুতেই ঝটকা দিয়েছিলেন কাইল জেমিসন। তারপর সেই ধাক্কা থেকে আর বেরোতে পারেনি ভারত। ঋষভ পন্থ একপ্রান্ত আগলে ৪১ করলেও বাকিরা সেভাবে তাঁকে সঙ্গ দিতে পারলেন না। রাহানে (১৫), জাদেজা (১৬), অশ্বিন (৭) কেউ ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারলেন না। শেষদিকে শামি ১৩ রান করে কিছুটা সাহায্য করেন। তাছাড়া আজ আরও ৪৫ ওভারের বেশি খেলা বাকি। অর্থাৎ, কিউয়িরা এরপর এই ১৩৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ম্যাচ জেতার টার্গেট নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, ভারতীয় পেসাররা শুরুতে উইকেট তুলতে পারলে এই ১৩৮ রান নিয়েও তুল্যমূল্য লড়াই করতে পারেন বিরাটরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ম্যাচের মাঝেই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছিলেন পন্থ। তাঁর জায়গায় উইকেটকিপিং করতে নামলেন ঋদ্ধিমান। লাথামের পর এবার কনওয়েকেও ফিরিয়ে দিলেন অশ্বিন। ক্রমশ তিনি ম্যাচে ফেরাচ্ছেন ভারতকে। নিউজিল্যান্ড ২৭ ওভারে ৭০-২, ধাক্কা সামলে নিয়েছেন রস টেলর এবং কেন উইলিয়ামসন। জয়ের দিকে এগোচ্ছে নিউজিল্যান্ড।

আজ ইউরো কাপের গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে ফ্রান্স ও পর্তুগাল

বুদাপেস্ট, ২৩ জুন(হি.স.) : বুধবার রাতে জার্মানির বুদাপেস্টে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স ও পর্তুগাল। একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্বে উঠেছে ফ্রান্স। জার্মানির সমান ৩ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে তৃতীয় স্থানে আছে পর্তুগাল।

শেষ ষোলোর জায়গা নিশ্চিত করা ফ্রান্স শেষ ম্যাচে জিতলে অন্য কোনো হিসাব ছাড়াই গ্রুপ সেরা হবে। ড্র করলেও গ্রুপ সেরা হতে পারবে তারা; তবে সেক্ষেত্রে অন্য ম্যাচে জার্মানিরও পয়েন্ট হারাতে হবে। যদিও পর্তুগালের বিপক্ষে জয়ই তাদের লক্ষ্য।

২০১৬ সালের ইউরোর ফাইনালে পর্তুগালের কাছে ১-০ গোলের সেই হার শাপেবর হয়েছিল। দুই বছর পর বিশ্বকাপ জয়ে ফরাসিদের সাহায্য করেছিল বলে মনে করেন এই গোলরক্ষক।

বুদাপেস্টের ম্যাচে ফ্রান্সের চেয়ে বেশি চাপে থাকবে পর্তুগাল। যদিও শেষ ষোলোয় যাওয়ার পথটা তাদের খুব একটা কঠিন নয়। ফরাসিদের বিপক্ষে হার এড়ালে নকআউট পর্বে উঠবে পর্তুগাল। আবার নিজেরা জিতলে এবং জার্মানি পয়েন্ট হারালে তারা হবে গ্রুপ সেরা। এর বাইরে নিজেরা এক গোলের ব্যবধানে হেরেও তৃতীয় সেরা হয়ে নকআউট পর্বে উঠতে পারবে পর্তুগাল।

FORMAT- A
(For Publication in Local Newspaper)
PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-WD/AMB/04/2021-22 Dated: 19.06.2021
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details arc given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING
1	EE-IED/AMB/09/2021-22	₹ 9,57,880.00	Upto 17.00 Hrs. on 12.07.2021
2	EE-IED/AMB/10/2021-22	₹ 14,37,456.00	
3	EE-IED/AMB/11/2021-22	₹ 9,95,951.00	
4	EE-IED/AMB/12/2021-22	₹ 5,79,948.00	
5	EE-IED/AMB/13/2021-22	₹ 15,23,947.00	

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Misf Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

ICA-C-1106/2021-22

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIPURA ELECTRICAL LICENSING BOARD
GURKHABASTI, AGARTALA
NOTIFICATION

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview as per following reschedule for awarding the electrical Contractor License for the year 2021 as per Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2020. The venue of interview is Electrical Inspectorate, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.

DATE OF INTERVIEW	CATEGORY	ROLL NO.	10.00 AM TO 2.00 PM
29/06/2021	CONTRACTOR LICENSE	TELB/LC-2021/01-20	01-20
30/06/2021		TELB/LC-2021/21-40	21-40
01/07/2021		TELB/LC-2021/41-58	41-58

If in any case under involuntary situation interview couldn't be conducted on a scheduled day, the interview of that very day will be conducted on 02/07/2021. The admit card of all the candidate appearing may be collected from Electrical Inspectorate, Gurkhabasti w.e.f 24/06/2021 to 28/06/2021 from 11.00 AM to 3.00 PM.

Sd/- Illegible
Electrical Inspector
(Ex-Officio Secretary, TELB)
Agartala, Tripura (W).

ICA-D-393/2021-22

Advertisement

Applications arc invited from Interested Agencies/ Training Providers for Providing Training in customized **Health Care Trades for Covid support** under P**MKVY 3.0**
Sponsored by the **Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE), Govt of India.**
All are requested to apply for the training as per the **format (Annexure I).** The hard copy of the filled format shall be sent to the undersigned by **30th June 2021.** The soft copy has tope sent through skilltriptara@gmail,com. Skill Developmentaining to be provided in the following courses
1. Emergency Medical Technician - Basic
2. General Duty Assistant (GDA)
3. GDA - Advanced (Critical care)
4. Horne Health Aide 5. Medical Equipment Technology Assistant
6. Phlebotomist

For any clarifications, kindly visit the office of the Directorate of Skill Development. Time: 12.00 PM to 2 PM in all working days. Contact Person — Joint Director, Skill Development. The details of the **format (Annexure I)**, please visit **https://tripuntegov.in**

Director, Skill Development
Govt of Tripura In Road,
Indranagar, Agartala-799006

ICA-D-400/2021-22

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIFS
সন্ধান চাই
Ref - Manubazar PS GDE No.13 dated 11.06.2021

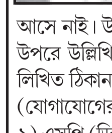

পাশের ছবিটি শ্রীমতি দেবী লক্ষী ত্রিপুরা (২০), আনুমানিক বয়স ২০ বৎসর, স্বামী-শ্রী নন্দ কুমার ত্রিপুরা, সাং-কালী বাজার, এডিসি ভিলেজ, থানা-মনুবাজার, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা-৫ ফুট, পায়ের রঙ-ফর্সা, পরাছিল শাড়ী। গত ০৯-০৬-২০২১ (ইং) বিকাল বেলায় নিজ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুজে পাওয়া যায় নাই। উপরে উল্লিখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
(যোগাযোগের ঠিকানা)
১) এসপি (ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া
ফোন নম্বর ঃ- **03823-222052 / 7628007079**
২) মনুবাজার থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- **9862236090**

Superintendent of Police
South Tripura District

ICA-D-399/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-RFP
Ref - F.No.5(17)/ITI/TRG/2021/391 dated 19/06/2021

Sl.	Name of work	Cost of tender	Last date of submission
1	Selection of Consulting Firm/ Agency/Organisation for conducting a Tracer Study for Technical Vocational Education and Training (TVET) Employment Outcomes of ITI Graduates in Tripura.	Rs.5000	14/07/2021 up to 2.00 PM

Period of issue of RFP - 22/06/2021 to 14/07/2021 up to 2.00 PM
Date of Pre Bid Meeting - 29/06/2021 at 12.00 P.M in online mode
Last date of submission - 14/07/2021 up to 2.00 PM
Opening date - 15/07/2021 at 12:00 PM (if possible)
All other details may be seen in the websites www.tripuratenders.gov.in.

Sd/-Illegible
Principal, ITI, Indranagar
Deptt. of I & C, Govt. of Tripura

ICA-C-1101/2021-22

জাগরণ 24 June, 2021, Thursday আগরতলা ২৪ জুন , ২০২১ ইং, ■ ৯ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

অম্বাবুচি উপলক্ষে সিঁদুর বিনিময়। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের বাইরে গেইটের সামনে তোলা নিজস্ব ছবি।

৪৮ ঘন্টা পর এলপিজি বুলেট গাড়ির চালকদের চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ জুন।। টানা ৪৮ ঘন্টা পর এলপিজি বুলেট গাড়ির চালকদের চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি প্রত্যাহার। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ বুলেট গাড়ি পন্যবাহী গাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে কাটা করিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে বললে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৯ জুন চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট পরিদর্শনে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।এসে পরিবহন দপ্তরের নানান অসংগতি নজরে আসে। তারপর তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বহিঃ রাজ্য থেকে আসা সকল ধরনের গাড়িগুলি একত্রিত ভাবে পরিমাপ করে রাজ্যে প্রবেশ করবে।আর তাতে এলপিজি বুলেট গাড়িও পণ্যবাহী গাড়ির সাথে পরিমাপ করে রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়।কিন্তু তাতে বুলেট গাড়ির চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।অবশেষে গত ২১ জুন সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চাক্কা জ্যাম করে বসে চালকরা। অসম ত্রিপুরা সীমান্তের বিশ নম্বর এলাকায় প্রায় একশতো এলপিজি বুলেট গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয় চালকরা। চালকদে অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট সফরের পর সকল গাড়িগুলি একত্রিতভাবে প্রবেশের ক্ষেত্রে এলপিজির বুলেট গাড়ি চালকরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কমপক্ষেও ২/৩ দিন সময় নষ্ট হচ্ছে সাথে খাওয়া দাওয়ার চরম সমস্যা। তাই পূর্বের ন্যায় এলপিজির বুলেট গাড়ি গুলি আলাদাভাবে রাজ্যে প্রবেশের দাবি জানায়।অন্যতায় চাক্কা জ্যাম অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকবে বলেও জানায় চালকরা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পরের দিন চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে ছুটে আছেন নর্দান ডিআইজি এল এম ডার্লং, উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।উনারা চুরাইবাড়ি চেকপোস্টে পরিদর্শন করে চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসকে নির্দেশ দেন বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য। ওসি প্রতিবাদকারী চালকদের সাথে কথা বললে আশ্বস্ত করেন যে, এলপিজি বুলেট গাড়িগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুলিশ পন্যবাহী লরির আগে রাজ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবে।ওসির আশ্বাসে খানিকটা সন্তুষ্ট হলেও একটা অংশের চালক তা মানতে নারাজ। তারপর গতকাল রাতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান উত্তর জেলার ডিটিও মহোদয়।তিনিও চালকদের আশ্বস্ত করেন। অবশেষে আজ সকাল ৯ টা নাগাদ প্রায় শতাধিক বুলেট গাড়ির চালক চুরাইবাড়ি পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করলে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ সাইন্স টিচার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা সাইন্স টিচার অ্যাসোসিয়েশন। রাজ্য মন্ত্রিসভা রাজ্যের ৯৬২জন বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিগত সরকারের আমলে তারা শিক্ষক পদে চাকরিতে যোগদান করেন।

সরকারি নির্দেশিকা ছিল পাঁচ বছর চাকরি করার পর তাদেরকে নিয়মিত করা হবে। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তাদেরকে নিয়মিত করা হয়নি। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে বিজ্ঞান শিক্ষকরা পাঁচ বছর পূর্ণ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তখন থেকেই তাদেরকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়ার কথা। কিন্তু বিগত বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। বর্তমান সরকার কোন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের কারণে বিজ্ঞান শিক্ষকরা দীর্ঘ ৯ বছর আর্থিক অনটনে কাটাতে বাধ্য হয়েছেন বলেও বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকর করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। সংগঠনের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে করোনা পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান শিক্ষকরা একদিনের বেতন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করবেন। প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষককে এই সিদ্ধান্ত মেনে একদিনের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে ত্রিপুরা সাইন্স টিচার অ্যাসোসিয়েশন।

তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মেগা করোনা ভ্যাকসিন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন।। তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বুধবার মেগা করোনা ভ্যাকসিন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী রায় নিজে সেখানে উপস্থিত থাকে ভ্যাকসিন প্রদান তদারকি করেন। করোণা অতিমারির প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষজনদের রক্ষা করতে তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া বিধায়িকার প্রচেষ্টায় বুধবার তেলিয়ামুড়াস্থিত এগ্রি প্রডিউস মার্কেটের সেড ঘরে করোনা মেগা ভ্যাকসিন শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এদিন এই মেগা ভ্যাকসিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক নরেন্দ্র গোপ সহ মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। বুধবার ভ্যাকসিন নিতে আসা ১৮ উর্ধ বয়সের -যুবক যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, এই ভ্যাকসিন শিবিরে চার শতাধিক সাধারণ মানুষদের মধ্যে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে।তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ভ্যাকসিন টিকাদান শিবির এলাকার জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং এলাকার কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়ান দিবস রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ জুন।। বুধবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়ান দিবস উপলক্ষে, রাধাকিশোরপুর মন্ডল, বাগমা মন্ডল, কাকড়াবন -শালগড়া মন্ডল সহ মাতারবাড়ি মন্ডলের মন্ডল কার্যালয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়।এছাড়াও প্রত্যেক মন্ডলের অন্তর্গত সমস্ত বুথে বুথেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্ব। এছাড়া এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ৫১ পীঠের এক পীঠ মাতারবাড়ি কল্যাণ সাগর থেকে প্লাস্টিক ,আবর্জনা পরিষ্কার সহ কল্যাণ সাগরে চতুর্দিক পরিষ্কার করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করেন মাতারবাড়ি মন্ডলের কার্যকর্তারা। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ৩২ মাতারবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, মাতাবাড়ি মন্ডল সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। আজ দুপুরে ভারতীয় জনতা পার্টির ৩১ নং রাধাকিশোরপুর মন্ডলের সভায় মাননীয় মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস , রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্যগণ সমীর চক্রবর্তী ,জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক তথা আর কে পুর মন্ডল প্রভারী গৌতম কর, মণ্ডলের বিভিন্ন পদাধিকারী ও সদস্য সদস্যাগণ, মণ্ডলের অন্তর্গত জেলা কমিটির সদস্য সদস্যাগণ, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকগণ, শক্তিকেন্দ্র ইনচার্জগণের উপস্থিতিতে ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ৬৮ তম প্রয়াণ দিবস তথা বলিদান দিবস উদযাপন ও সাংগঠনিক আলোচনা করা হয়।

ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষে আজ বিকেলে রাধাকিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকজন দুঃস্থ লোকের হাতে এই কেন্দ্রের বিধায়ক তথা কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের পক্ষ থেকে তাঁর পাঠানো কিছু অর্থ সাহায্য দুস্থ পরিবারগুলোর হাতে তুলে দেন মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কুন্তল দাস, জামজুড়ি পঞ্চায়েত প্রধান তথা জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য সুব্রত দাস, মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি রাকেশ শীল, বুথ সভাপতিগণ।।

পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের চেষ্টায় নাবালিকা ও যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জুন।। বুধবার বিকালে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ এবং চাইল্ড লাইন সিপাহীজলা জেলার যৌথ উদ্যোগে এক নাবালিকা মেয়ে এবং যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন মহিলা থানায়। নাবালিকা মেয়েটিকে পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকার জমির হোসেন বাবা আলী হোসেন সে মহারানী এলাকা থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে আসে। বিশালগড় থানাদিন পশ্চিম লক্ষীবিল এলাকায। বুধবার সিপাহীজলা চাইল্ড লাইন ও বিশালগড় মহিলা থানার যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম লক্ষীবিল জমির হোসেনের বাড়ি থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহিলা থানা নিয়ে আসে। চাইল্ড লাইন সিপাহীজলা জেলায় গতকাল একটি ফোন আসে মহারানী এলাকা থেকে নাবালিকা মেয়েকে তুলে নিয়ে আসে সেই ফোনের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইন সিপাহিজলা সদস্যরা।মহিলা থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে একটি ঘর থেকে যুবক জমির হোসেন এবং নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহিলা থানায় নিয়ে আসে। মহারানী থেকে ফোন আসার পর নাবালিকা মেয়ে কে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পশ্চিম লক্ষীবিল এর লম্পট যুবক জমির হোসেনর কাছ থেকে। বেশ কয়েকটি মেয়েকে এইভাবে বাড়িতে এনে বেশ কয়েকদিন রেখে ছেড়ে দিতেন বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

সামাজিক অবক্ষয়ে ঝরে গেল একটি প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ জুন।। সামাজিক অবক্ষয়ে ঝরে গেল একটি তরতাজা প্রাণ। ঘটনা খোয়াই থানাধীন সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবতোষ পাড়ায়। গত ২০ জুন স্থানীয় একলব্য করোনা সেন্টার থেকে গোপাল শুক্লদাস (৩৩) নামে এক যুবককে তারই পরিবারের লোকজন জোরপূর্বক বাড়ীতে নিয়ে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ পরিবারের লোকজন গোপালকে করোনা পজিটিভ দেখে আলাদা ঘরেই থাকার ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাকে সামাজিকভাবে বয়কট করে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন গোপালের সাথে অচ্ছুতের মতো দূর্ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। এভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলার তারকপুর পঞ্চায়েতে ঘুঘুর বাসা, বিভিন্ন প্রকল্পে প্রচুর কাটা আত্মসাতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ জুন।। দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস শাসিত একটি পঞ্চায়েত। বাধ্য হয়ে একগুচ্ছ অভিযোগে সোচ্চার স্থানীয় জনগণ।রেগার টাকা সহ করোনা আক্রান্তদের সাহায্যার্থের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সচিব, জিআরএস, প্রধান ও মেম্বারের বিরুদ্ধে। হুঙ্কার বৃহত্তর আন্দোলনের। ঘটনা উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন তারকপুর পঞ্চায়েতটি কংগ্রেস দলের পরিচালিত।আর তারকপুর পঞ্চায়েতে বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসর এবং চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে রেগার কাজে ব্যাপক অনিয়ম ঘটেছে।সাথে শ্রমিকদের রেগার মজুরি আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।তাছাড়া চলতি বছরের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সাহায্যার্থে সরকার থেকে যে অর্থ রাশি তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে মঞ্জুর হয়েছে তাও গিলে খাবার মতো অভিযোগ সানীয় গ্রাম বাসীদের। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সচিব পল্লব চক্রবর্তী, জিআরএস শেখর দাস সানীয় প্রধান দিপালী পাল এবং ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বার অমিত দে কে সাথে নিয়ে পাহাড় সমান দুর্নীতি গড়ে তুলেছেন। শ্রমিকদের ন্যায্য রেগার শ্রমদিবস থেকে শুরু করে করোনা আক্রান্তদের সাহায্যের টাকা গিলে খাচ্ছেন সচিব,জিআরএস ও প্রধান মেম্বার। করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে সাবান সেনিটাইজার মাস্ক সহ নানা সামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার যে অর্থ রাশি প্রতিটি পঞ্চায়েতে দিয়েছে তা বিন্দুমাত্র তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে খরচ করা হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।স্থানীয় শ্রমিকরা আরো অভিযোগ করে বলেন,তারক পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মাঠ লেভেলিং অফ প্রিয়তোষ পাল, মাঠ লেভেলিং অফ দেবাশীষ দে,১ নং ওয়ার্ডের মাট লেভেলিং অফ নীরেন্দ্র দাস তথা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং ৬ নং ওয়ার্ডের মাঠ লেভেলিং অফ বিল্লাল উদ্দিন নামের এই চারটি মাঠ লেভেলিং এর নামে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাছাড়া অন্যান্য রেগার কাজে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি কমিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মেম্বার সহ কংগ্রেসের চুনোপুঁটি নেতাদের নামে শ্রমদিবস এন্টি করে বিনা পরিশ্রমে মজুরি পাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা রেগার কাজ করেও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।অবশেষে সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে আজ সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের জনগন করোনা বিধি মেনে তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব ও জিআরএস এর নিকট বিভিন্ন কাজের শ্রমদিবস, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি সহ করোনা আক্রান্তের সাহায্যের টাকা কোথায় গেল তা জানতে চান।

উভয়েই আমতা আমতা করে বলেন, সানীয়দের অভিযোগ গুলি খতিয়ে দেখা হবে। তাছাড়া পঞ্চায়েত সচিব পল্লব চক্রবর্তী জানান, গোটা পঞ্চায়েত এলাকায় করোনা আক্রান্তদের জন্য প্রায় ৫৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে প্রায় ৮ হাজারের অধিক টাকা খরচ হয়েছে।বাকি টাকাগুলো পিডিএফ ফান্ডে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি করোনা আক্রান্তের নামে কোন টাকা খরচ হয়নি।তাই পঞ্চায়েত সচিবের এমন মনগড়া গল্প মানতে নারাজ জনগণ। স্থানীয়রা তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি সহ বিভিন্ন মাঠ লেভেলিং এর নামে যে টাকা আত্মসাৎ করেছে তার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হস্তক্ষেপ গ্রহণ না করে,তাহলে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে স্থানীয় জনগণ।

মাংস ব্যবসায়ীকে হত্যা, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি চাইল লইয়ার ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার কালিকাপুরে মাংস বিক্রেতাকে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ল -ইয়ার ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সংগঠন পরিবারকে বিনামুল্যে সব ধরনের আইনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কালিকাপুর এলাকায় মাংস বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমীরণ দাস নামে মাংস বিক্রেতাকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ল -ইয়ার ইউনিয়ন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের নেতা ভাস্কর দেববর্মার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বুধবার কালিকাপুরে নিহত মাংস বিক্রেতার বাড়িতে যান। তারা পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ঘটনা সম্পর্কে পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে তারা অবগত হন। পরিবারটিকে সব ধরনের আইনি সহযোগিতা বিনামূল্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংগঠন। নিহতের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা বলেন, রাজ্যে গত বেশ কিছুদিন ধরেই পিটিয়ে হত্যার ঘটনা বেড়ে চলেছে।

এ ধরনের ঘটনা প্রতিহত করার জন্য রাজ্য সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছে সংগঠন। সংগঠনের নেতা ভাস্কর দেববর্মা অভিযোগ করেছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে বর্তমান সরকার কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্ত রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আইন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসব হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু বিচারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা।

রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখনো পর্যন্ত আট জনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছে আইনজীবীদের সংগঠন।

কোটি টাকার বিল বকেয়া, সমস্যায় পড়ছে বিদ্যুতের খুঁটি নির্মাণকারী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ জুন।। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নিকট কোটি কোটি টাকা বকেয়া বিল পাওনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত পালাটানা স্থিত বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারী সংস্থা ' ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিল্ডার্স 'কোম্পানিটি.।টাকা না পেয়ে শ্রমিকদের মজুরি দিতে গিয়ে হিমশিম অবস্থায় মুখ থুবরে পড়ছে উদয়পুর পালাটানা স্থিত এই বৈদ্যুতিক খুঁটি উৎপাদনকারী সংস্থা ' ইস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিল্ডার্স কোম্পানিটি'। সংস্থাটি অর্থনৈতিক কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য উৎপাদন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে গোমতী জেলার শ্রমদপ্তরকেও জানিয়েছেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। শ্রম দপ্তরকে শ্রমিকের বেতন ভাতা প্রদান করতে অক্ষমতার কথা জানান সংস্থাটির পরিচালকগন । কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি করলে তারা কোথায় যাবেন এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ? কারণ এই কোম্পানিটিতে রেগুলার কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন ১৪ জন। তাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর এখানে কাজ করে চলেছেন। কোম্পানির মালিক প্রবীর পাল কোম্পানির বন্ধের কথা শ্রমিকদের জানালে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরার উপক্রম হয়। শ্রমিকরা কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে কাজের দাবিতে গোমতী জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শ্রমিকরা তাদের চিঠিতে জানিয়েছেন কারখানা বন্ধ হলে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। তারা কারখানা চালু রাখার দাবি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় বিগত দিনে রাজ্য সরকারের নিকট লক্ষ লক্ষ টাকা পড়ে রয়েছে। সেই টাকা পরিশোধ করছেনা সরকারপক্ষ সরকারী দপ্তর প্রধানরা। এই অবস্থায় কোম্পানির মালিক পক্ষ কোম্পানিকে বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই বলে জানিয়েছেন মালিকপক্ষ। সরকার পক্ষ ওই কোম্পানির বকেয়া টাকা পরিশোধ করলে শ্রমিকরাও কাজ পেয়ে যাবে, এবং দীর্ঘ বছরের পুরনো এই কোম্পানিটিও বন্ধ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। দীর্ঘ দিনের পুরনো শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বৃহত্তর আকার ধারণ করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছেন।অবিলম্বে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিয়ে কারখানা চালুর দাবি উঠেছে।

আগরতলায় একটি পেট্রোল পাম্পে পেট্রোলের সাথে মিলল জল। বিক্ষোভ দেখান বাইক চালকরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।